



যথাবত্পসঙ্গম্য বন্ধুভির্গান্ধিনীসুতঃ ।

সম্পৃষ্টৈস্তৈঃ সুহৃদ্বার্তাং স্বয়ং পৃচ্ছদব্যয়ম্ ॥ ৩ ॥

৩। অর্থঃ : গান্ধিনীসুতঃ (অক্রুরঃ) যথাবৎ উপসঙ্গম্য (বন্ধুভিঃ প্রণামাদিনা স্নেহাধিকোন মিলিতা) তৈঃ বন্ধুভিঃ সুহৃদ্বার্তাং (সুহৃদাং যাদবানাং বার্তাং) সম্পৃষ্টৈঃ (যথাবিধি আতিথ্যপূর্বকং স্নেহঃ পৃষ্টঃ সন্) স্বয়ং চ অব্যয়ং (কুশলং) অপৃচ্ছৎ ।

৩। মূলানুবাদ : গান্ধিনীসুত অক্রুর বন্ধুদিগকে প্রণামাদি ও কনিষ্ঠদিগকে আশীর্বাদ করতে করতে স্নেহাধিক্যের সহিত মিলিত হলে, সেই বন্ধুদের দ্বারা সুহৃদ যাদবদের সংবাদ জিজ্ঞাসিত হয়ে নিজেও তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন ।

ততস্তৎসঙ্গেন স্বভগিনীঃ পৃথয়াঃ, ততঃ কুলবৃদ্ধদ্বাদ্বাহ্লীকস্ত, ততঃ পাণ্ডবাবধেষণে তত্পাথ্যায়স্ত ভারদ্বাজস্ত, ততস্তৎসহচরিত্বেন গৌতমস্ত, ততঃ সহাধ্যায়িত্বেন কর্ণাদীনাং সর্ববামেব । বালকানামিতি তথা পার্থক্রমঃ । তত্র পাণ্ডবানাং পশ্চাত্তাবঃ, স্বস্ত মাধ্যম্যখ্যাপনে, ধর্মোপদেশায় পশ্চাঙ্গিলনাং । প্রথমমশ্চকোইহুত্বেসমুচ্যে সর্বত্র যোজ্যঃ, দ্বিতীয়স্ত অপ্যর্থে ব্রাহ্মণস্তাপি ভারদ্বাজস্ত ক্ষত্রিয়মধ্যপাতাং সর্গোত্তমমিতি কচিং পার্থঃ । অপরান্ শকুনাদীন ॥ জী০ ১-২ ॥

১-২। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবৃত্ত : 'স গদ্য' ইতি দুটি শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা । প্রথমে রাজদর্শনই সমীচীন । অতঃপর কুলশ্রেষ্ঠহেতু শ্রীভীষ্মের দর্শন । সেই দিনতো এরা দুইজন এক সঙ্গেই ছিলেন, তাই বলা হল স ভীষ্ম । অতঃপর অন্তরঙ্গ বলে শ্রীবিভূতের দর্শন । অতঃপর তাঁর সঙ্গে (অক্রুরের) নিজ ভগিনী কুন্তির দর্শন । অতঃপর কুরুকুলবৃদ্ধহেতু শান্তম্ভ্রাতার দর্শন যোগ্য । অতঃপর পাণ্ডব-অধেষণে চোখ ঘুরালে তাদের ধর্মবিদ্যা শিক্ষক জোণাচার্যের দর্শন । অতঃপর তাঁর সহচর বলে কৃপাচার্যের দর্শন । অতঃপর সহপাঠী বলে কর্ণাদি বালক সকলের দর্শন ।—তথায় পাণ্ডবদের দিকে পরে দৃষ্টি দিলেন নিজের মধ্যস্ততা খ্যাপন উদ্দেশ্যে, ধর্মোপদেশের জন্য পশ্চাৎ মিলন হেতু । প্রথম 'চ' শব্দ অনুক্ত সমুচ্যে সর্বত্র যোজ্য, দ্বিতীয় 'চ' শব্দ 'অপি' অর্থে —ব্রাহ্মণ হলেও জোণাচার্যের ক্ষত্রিয়ের মধ্যে একাকার করে বলা হেতু এই 'অপি' ও শব্দের প্রয়োগ । পার্থ কোথাও 'স গৌতমঃ' 'অপরান্' শকুনাদি ॥ জী০ ১-২ ॥

১-২। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : উপপঞ্চাশত্তমেইগাদক্রুরো হস্তিনাপুরম্ ।

ভ্রাতৃপুত্রেষু বৈষম্যং রাজো জ্ঞাত্বাগমন্ততঃ ॥ ১ ॥

পৌরবেদ্রাণাং যশোভির্ষশোদ্ধোতকৈস্তৎকৃতদেবব্রাহ্মণায়তনাদিভিরঙ্কিতম্ । আশ্বিকেষু ধৃতরাষ্ট্রম্ । সহপুত্রং সৌমদত্তসহিতং ভারদ্বাজং, জোণাং, গৌতমং, কৃপম্ ॥ বি০ ১-২ ॥



উবাস কতিচিন্মাসান্ রাজো বৃত্তবিবিংসয়া ।

তুপ্রজস্থান্সারস্থ খলচ্ছন্দানুবর্তিনঃ ॥ ৪ ॥

৪। অন্বয় : তুপ্রজস্য ( হুঃ 'প্রজাঃ' হুর্ঘোখনাদয়ঃ পুত্রঃ যস্য স তস্য ) অল্পসারস্য ( মন্দ ধৃতেঃ ) খলচ্ছন্দানুবর্তিনঃ ( খলানাং বর্ণাদীনাং 'ছন্দঃ' ইচ্ছাং অনুবর্তিতুম্, শীলং যস্য তস্য ) রাজঃ ( ধৃতরাষ্ট্রস্য ) বৃত্তবিবিংসয়া ( পাণ্ডববিষয়কং আচরণং জ্ঞাতুমিত্যর্থঃ ) কতিচিৎ মাসান্, উবাস ( অবসং ) ।

৪। মূল্যাবুবাদ : আরও হুর্ঘোখনাদি হুইপুত্র যার, ধৈর্য' যার অতি অল্প, যিনি খল বর্ণাদির ইচ্ছানুবর্তী হয়ে চলে, সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডব বিষয়ক আচরণ জানবার জন্য কয়েক মাস তথায় বাস করতে লাগলেন ।

১-২। শ্রীবিষ্মব্রাথ টীকানুবাদ : উপপঞ্চাশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে—অক্রুর মহাশয়ের হস্তিনাপুর গমন । রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতৃপুত্রদের উপর বৈষম্য ভেদে মথুরা প্রত্যাগমন ।

পৌরবশ্রেষ্ঠগণের 'যশোভি' যশোদ্যোতক তৎকৃত দেব-ব্রাহ্মণ মন্দিরাদি দ্বারা অঙ্কিত হস্তিনাপুর ।  
আয়্নিকেষং—ধৃতরাষ্ট্র সহপুত্রং—সোমদত্ত সহিত ভরদ্বাজং—জ্ঞোণ, গোতম্যং—কৃপ ॥ বিং ১-২ ॥

৩। শ্রীজীব বৈং তোং টীকা : যথাবদবুদ্ধাদীন প্রণামদিনা উপসঙ্গমা স্নেহাধিক্যেণ মিলিতা স্নহদাং যাদবানাং বার্তাঃ কুশলবৃত্তং সম্যক, যথাবিধ্যাতিথ্যাপূর্বকং সম্মেহং পৃষ্ঠঃ ॥ জীং ৩ ॥

৩। শ্রীজীব বৈং তোং টীকানুবাদ : যথাবৎ—বুদ্ধদিগকে প্রণামাদিপূর্বক উপসঙ্গম্য—স্নেহাধিক্যে মিলিত হলে সভাস্ত বন্ধুদের দ্বারা স্নহদাং যাদবদের সংবাদ 'সংস্পৃষ্ট' যথাবিধি আতিথ্য-পূর্বক সম্মেহে জিজ্ঞাসিত হয়ে, [ নিজেও উপস্থিত বন্ধুদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন ] ॥ জীং ৩ ॥

৩। শ্রীবিষ্মব্রাথ টীকা : অব্যয়ং কুশলম্ ॥ বিং ৩ ॥

৩। শ্রীবিষ্মব্রাথ টীকানুবাদ : অব্যয়ং—কুশল ॥ বিং ৩ ॥

৪। শ্রীজীব বৈং তোং টীকা : কতিচিন্মাসানিতি বহুদিনবাসভঙ্গ্য কৌটিল্যাদিশয়ে ব্যক্তিভঃ । বৃত্তমেব কারণদ্বারা সূচয়তি—তুপ্রজস্তুতি ॥ জীং ৪ ॥

৪। শ্রীজীব বৈং তোং টীকানুবাদ : অক্রুর 'কতিচিন্মাসান্' কয়েকমাস হস্তিনাপুরে বাস করলেন, এই বহুদিন বাসে তাঁর কৌটিল্য-আতিশয়া বঞ্চিত । কারণের উল্লেখে বৃত্ত—আচরণ প্রকাশ করা হচ্ছে, হুইমন্দবুদ্দি হুর্ঘোখন যার পুত্র সেই ধৃতরাষ্ট্রের আচরণ আর কি ভাল হতে পারে ? ॥ জীং ৪ ॥

তেজ ওজো বলং বীৰ্য্যং প্রশ্রয়াদীংশ্চ সদগুণান্ ।  
প্রজানুরাগং পার্থেযু ন সহন্তিচিকীৰ্ষিতম্ ॥ ৫ ॥

কৃতঞ্চ ধাতুরাষ্টৈর্ষদগরদানাত্তপেশলম্ ।

আচখ্যো সৰ্বমেবাস্মৈ পৃথা বিদূর এব চ ॥ ৬ ॥

৫-৬। অর্থঃ : পৃথা (কৃষ্টি) বিহুর এবচ অস্মৈ (শ্রীঅক্রুরায়) [পাণ্ডবানাং] তেজঃ ওজঃ (শাস্ত্রাদি নৈপুণ্যং) বলং বীৰ্য্যং প্রশ্রয়াদীন (বিনয়-লজ্জা-ধৈর্যাদীন) সদগুণান্ চ পার্থেযু (পাণ্ডব বিষয়ে) প্রজানুরাগং ন সহন্তিঃ (অসহমানৈঃ) ধাতুরাষ্টৈঃ (দ্রুযোঁধনাদিভিঃ) কৃতং গরদানাদ্যাপেশলং (বিষদানাদি 'অপেশলং' কঠিনং দৃষ্টং কৰ্ম) [যচ্চ] চিকীৰ্ষিতং (পশ্চাৎ কতুং ইষ্টং তথা) সৰ্বং এবচ অচক্ষৌ (উক্তবান্) ।

৫-৬। মূল্যাবাদঃ : শ্রীকৃষ্ণদেবী ও শ্রীবিহুর অক্রুরের নিকট পাণ্ডবগণের তেজ শাস্ত্রাদি নিপুণতা, বল-বীৰ্য্য, বিনয়-লজ্জা-ধৈর্যাদি সদগুণরাশি এবং পাণ্ডব বিষয়ে প্রজানুরাগ অসহমান দ্রুযোঁধনাদি দ্বারা কৃত বিষপ্রদানাদি কঠিন দৃষ্টকর্ম যা পরে করতে ইচ্ছুক, সে সব কিছুই বললেন ।

৪। শ্রীবিষ্মলাথ্য টীকা : খলানাং কর্ণাদীনাং ছন্দমিচ্ছামনুভূতিতুং শীলং যস্য তথা তস্য ॥ বি. ৪ ॥

৪। শ্রীবিষ্মলাথ্য টীকাবুবাদ : খলচ্ছন্দাবুভূতিতুং—খলকর্ণাদির ইচ্ছা অনুসরণ করার উপযুক্ত স্বভাবী (ধৃতরাষ্ট্রের) ॥ বি. ৪ ॥

৫-৬। শ্রীজীব বৈ. ত্যা. টীকা : তেজ ইতি যুগাকম্ । আদিশকাঙ্ক্ষা ধৈর্যাদয়ঃ, গরসা দানং শ্রীভীমায়, আদিশকাঙ্ক্ষলনিক্ষেপাদি, কৃতং চিকীৰ্ষিতন্ত লাক্ষাগৃহাদি । কিমুত পৃথা, যতঃ পিতৃব্যঞ্জন উভয়ত্র সমো বিহুর এব চ, সৌহৃদীত্যর্থঃ । অহংতৈঃ । তত্র তেজ ওজ ইত্যাদিকমিতি সৰ্বমিত্যেব ব্যাখ্যা ॥ জী. ৫-৬ ॥

৫-৬। শ্রীজীব বৈ. ত্যা. টীকাবুবাদ : 'তেজ ইতি' এই দুটি শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা করণীয় । প্রশ্রয়াদি—(বিনয়-আদি) এই 'আদি' শব্দে লজ্জা ধৈর্যাদি কৃতংগরদানাদি—শ্রীভীমকে 'গর' বিষ দেওয়া হয়েছিল মারবার জন্য । 'আদি' শব্দে জলে নিক্ষেপ ইত্যাদি । চিকীৰ্ষিতং—যা পরে করতে ইচ্ছা পোষণ করছে, তা হল লাক্ষাগৃহাদিতে পাণ্ডবদের পুড়ে মারা । পৃথা ইতি—কৃষ্ণদেবীর কথা আর বলবার কি আছে, কুরুপাণ্ডব উভয় পক্ষেরই পিতৃব্যরূপে সম হলেও বিদূর এবচ—বিহুরও বলতে লাগলেন : [শ্রীধর—তেজ ওজ ইত্যাদি সৰ্বং কথয়ামাস



পৃথা তু ভ্রাতরং প্রাপ্তমক্রুরমুপসত্য তম্ ।

উবাচ জন্ম-নিলয়ং স্মরন্ত্যশ্রকলেক্ষণা ॥ ৭ ॥

৭। অন্নয় : পৃথাত্ [ অন্যতো বিশেষ্যে 'তু' শব্দ ] প্রাপ্তং ( স্বর্গহে সমাগতং ) তং ( শ্রীভগবন্তকথনং খ্যাতং ) ভ্রাতরং অক্রুরং উপসত্য ( সমুপেত্য ) জন্মনিলয়ং ( জন্ম-ভবনং ) স্মরন্তী অশ্রকলেক্ষণা ( অশ্রুনি 'কলয়তঃ' নিরন্তরং মুঞ্চতঃ ইতি অশ্রকলে ঈক্ষণে যস্যাঃ সা ) উবাচ ।

৭। স্মরণাবাদ : শ্রীকৃষ্ণদেবীর শ্রীভগবৎ ভক্তি বিশেষ থাকায় তাঁর অতীত কথা বিস্তারিতভাবে বলা হচ্ছে—স্বর্গহে সমাগত, শ্রীভগবৎভক্তরূপে বিখ্যাত ভাই অক্রুরকে নিকটে প্রাপ্ত হয়ে জন্মভূমি স্মরণ করতে করতে অশ্রুকলানয়নী কৃষ্ণদেবী বলতে লাগলেন ।

অর্থাৎ তেজ-ওজ-বল-বীৰ্য্য প্রশ্রয়াদি 'সর্ব' সবকিছু বললেন । ] এখানে ব্যাখ্যা করণীয় এরূপ, যথা—তেজ-ওজ ইত্যাদিকম্ ইতি অর্থাৎ পাণ্ডবদের তেজ-ওজ-বল-বীৰ্য্য প্রশ্রয়াদি সদৃশ, হৃষীকেশাদির দ্বারা ভীমকে বিষদান ( যা তখনও কল্পনায় রয়েছে ) 'সর্ব' এসব কিছু বললেন । ] ॥ জী• ৫-৬ ॥

৫-৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : তেজঃ প্রভাবঃ ওজঃ শাস্ত্রাদিনৈপুণ্যম্, বীৰ্য্যং শৌর্য্যং অপেশলম্ভাযাম্ ॥ বি• ৫-৬ ॥

৫-৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদ : তেজঃ—প্রভাব । ওজঃ—শাস্ত্রাদি নৈপুণ্য । বীৰ্য্যং—শৌর্য্য । অপেশলম্ভ—অস্ত্রায়া ॥ বি• ৫-৬ ॥

৭। শ্রীজীব বৈ তো টীকা : শ্রীভগবৎভক্তিশেষণে কৃন্ত্যা বৃত্তং বিচার্য্যাহ—পুথতি । অতএবান্যতো বিশেষ্যন্তু-শব্দঃ । প্রাপ্তং স্বর্গহে সমাগতং সন্তং তং শ্রীভগবৎভক্তবরহেন খ্যাতম্ । অশ্রুনি কলয়তঃ, নিরন্তরং মুঞ্চত ইত্যশ্রকলে ঈক্ষণে যস্যাঃ সা ॥ জী• ৭ ॥

৭। শ্রীজীব বৈ তো টীকাবুদ : কৃষ্ণদেবীর শ্রীভগবৎ ভক্তি বিশেষ থাকায় তাঁর অতীত কথা বিস্তার করে বলা হচ্ছে 'পৃথা ইতি' । অতএব অস্ত্রের থেকে বিশেষ হেতু 'তু' শব্দ । প্রাপ্তং—স্বর্গহে সমাগত হলে তম্—শ্রীভগবৎ ভক্তরূপে খ্যাত অক্রুরকে অশ্রুকলেক্ষণা—বিবল অশ্রুধারা-নয়নী পৃথা ( বলতে লাগলেন ) ॥ জী• ৭ ॥

৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : তৎকথনাং পূর্বতরং পৃথাবৃত্তমাহ,—পৃথাবৃত্তি ॥ বি• ৭ ॥

৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদ : কৃষ্ণদেবী যে সময় পাণ্ডবদের তেজাদি বললেন, তার পূর্বেই কৃষ্ণদেবীর যে বৃত্তান্ত শ্রীশুক মুখে কথিত হয়েছে, তাই এখানে বর্ণিত হচ্ছে পৃথা ইতি শ্লোক সমূহে ॥ বি• ৭ ॥



অপি স্মরন্তি নঃ সৌম্য পিতরৌ ভ্রাতরশ্চ মে ।

ভগ্নিত্যো ভ্রাতৃপুত্রাশ্চ জাময়ঃ সখ্য এব চ ॥ ৮ ॥

ভ্রাত্রেয়ো ভগবান্ কৃষ্ণঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ ।

পৈতৃষশ্চেয়ান্ স্মরতি রামশ্চান্মুরূহেক্ষণঃ ॥ ৯ ॥

৮। অর্থঃ : সৌম্য (হে শান্তপ্রকৃতে।) মে (মম) পিতরৌ (পিতা চ মাতা চ) ভ্রাতরশ্চ ভগ্নিত্যো ভ্রাতৃপুত্রাশ্চ জাময়ঃ (কুলস্থিয়ঃ) সখ্য এব চ স্মরন্তি অপি (মাং স্মরন্তি কিং)।

৯। অর্থঃ : ভ্রাত্রেয়ঃ (ভ্রাতৃঃ বহুদেবস্যা পুত্রঃ) শরণ্যঃ ভক্তবৎসলঃ ভগবান্ অশ্মুরূহেক্ষণঃ (কমললোচনঃ) কৃষ্ণঃ রামশ্চ পৈতৃষশ্চেয়ান্ (পিতৃষশ্চ পিতৃভগ্নিত্যঃ মম অপত্যান্ যুধিষ্ঠিরাদীন) [স্মরতি [ কিং ইতি শেষঃ ]।

৮। মূল্যাবুদ : হে শান্ত প্রকৃতে! আমার পিতা মাতা (শূর ও তৎপত্নী) বহুদেবাদি ভাইরা, ভ্রাতৃপুত্র রামকৃষ্ণাদি, জীদেবকী প্রভৃতি কুলস্বীগণ, সখীগণ, এবং সমস্বভাবা অগ্র সকলে আমাদিকে স্মরণ করে কি?

৯। মূল্যাবুদ : তং বিষয়ে পুনরায় বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করছেন—

আমার ভাই বহুদেবের পুত্র, শরণ্য-ভক্তবৎসল ভগবান্, কমললোচন কৃষ্ণরাম পিসতুতা ভাই আমার পুত্র যুধিষ্ঠিরাদিকে স্মরণ করে কি?

৮। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : নোইস্মানিতি পুত্রাতপেক্ষয়া। সৌম্য, হে শান্তপ্রকৃতে ইতি ভবাদৃশাং বন্ধুবাৎসল্যসাধুত্বাদিতি ভাবঃ। পিতরৌ শূর-তৎপত্নৌ, জাময়ঃ জীদেবকাদয়ঃ সখ্যঃ, সমগীলা অগ্রাঃ ॥ জী. ৮ ॥

৮। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুদ : বঃ—আমাদিগকে। —পুত্রাদি অপেক্ষায় বহুবচন। সৌম্য—হে শান্ত প্রকৃতে! বন্ধুবাৎসল্য ও সাধুতা হেতু তোমার মতো শান্ত প্রকৃতি পিতামাতা প্রভৃতি। পিতরৌ—শূর ও তাঁর পত্নী। জাময়ঃ—জীদেবকী প্রভৃতি সখ্যঃ—সখীগণ। চ—সমস্বভাবা অগ্র সকলে ॥ জী. ৮ ॥

৯। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : তত্রৈব বিশেষতঃ পুনঃ পৃচ্ছতি—ভ্রাত্রেয় ইতি। তাদৃশ-প্রশ্নে নিজযোগ্যত্বোক্তা। ন চাসৌ মম ভ্রাত্রেয়োইহা-সাধারণঃ, কিন্তু ভগবান্ তত্র শরণ্যঃ, রক্ষিত্বাচকেন শরণ-শব্দেনাত্র তদ্বন্দ্বো লক্ষ্যতে, ততশ্চ তত্র সাধুরিত্যর্থঃ। 'সর্কান্বনা যঃ শরণ

সপত্নমধ্যে শোচন্তীং বৃকানাং হরিণীমিব ।

সান্তুষ্ট্যিষ্যতি মাং বাট্যৈঃ পিতৃহীনাং চ বালকান্ ॥ ১০ ॥

১\* । অন্নয়্য : বৃকানাং [ মধ্যে ] হরিণীমিব সপত্নমধ্যে ( শক্রমধ্যে ) শোচন্তীং মাং পিতৃ-  
হীনান্ বালকান্ চ বাট্যৈঃ ( প্রিয়বচনৈঃ পূর্ববৎবচনশুভ্রাষয়া ) সান্তুষ্ট্যিষ্যতি ( কিং ইতি শেষঃ ) ।

১০ । দ্ব্যতানুবাদ : যদি বল, স্মরণ করেন বলেই তো আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন,  
একপ কথার আশঙ্কায় বলছেন—

ব্যভ্রগণের মধ্যে হরিণীর স্থায় শক্রগণের মধ্যে শোকাবুল আমাকে ও পিতৃহীন বালক যুধিষ্ঠিরাদিক  
প্রিয় বচনে সান্ত্বনা দিবেন কি ?

শরণ্যং গতো মুকুন্দম্ ( শ্রীভাঃ ১১-৫-৪১ ) ইতিবৎ । তত্র প্রবৃত্তৌ হেতুঃ—ভক্তবৎসলঃ, অতএব  
সম্ভাবয়ামীত্যাহ—স্মরতি, কিমিতি শেষঃ । ‘পৈতৃশ্রেন্যান্’ ইতি স্নেহবিশেষপাত্রেন স্মরণীয়বিশেষতাং  
বোধয়তি, অম্মুরুহেক্ষণ ইতি পরমসৌন্দর্যম্ । এবং দিদৃক্ষয়া তস্মিন্ নিজসহজবাৎসল্যমপি ততঃ  
করিয়ানাং নিজরক্ষাপ্রার্থনাপি তদ্বিলাস এব জ্ঞেয়ঃ, ন তু কামনামাত্রাণ—‘বিপদঃ সন্ত তাঃ শখং’  
( শ্রীভাঃ ১-৮-২৫ ) ইত্যাত্মজ্ঞেঃ । বিশেষণাত্মোতানি জ্ঞয়োরেব যোগ্যত্বাদ্রামস্য পশ্চাৎ নির্দেশঃ,  
তদনুগত্যেব তদ্বাবাং ॥ জীঃ ৯ ॥

৯ । শ্রীজীব বৈঃ তোঃ দীকানুবাদ : তৎ বিষয়ে পুনরায় বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করছেন, ভ্রাত্রেয় ইতি ।  
তাদৃশ প্রশ্ন বিষয়ে নিজযোগ্যতা বলা হয়েছে । ভ্রাত্রেয়ো আমার সেই ভ্রাতৃপুত্র অষ্ট সাধারণের তুল্যও নয়,  
কিন্তু সে ভগবান্, এর মধ্যেও আবার রক্ষাকর্তা । ‘রক্ষাকর্তা’ বাচক ‘শরণো’ শব্দে সেই ভ্রাতৃপুত্রের ‘ধর্ম’  
লক্ষিত হচ্ছে । অতঃপর তা হলে তাদৃশ প্রশ্ন সাধু এই উক্তিবৎ, যথা—“যিনি অহংভাব পরিত্যাগ  
পূর্বক সর্বতোভাবে পরম শরণীয় শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন তিনি দেবাদি কারও না কিঙ্কর হন, না ধ্বংস  
হন ।” ( ভাঃ ১১-৫-৪১ ) । এই জিজ্ঞাসা বিষয়ে প্রবৃ্ত্তির হেতু সে ভক্তবৎসল, অতএব সে সম্ভব  
আমাদের স্মরণ করে তাই জিজ্ঞাসা করছি, স্মরণ করে কি ? পৈতৃশ্রেন্যান্,—‘পিতৃহীনাং ভাই’  
এই পদে স্নেহ বিশেষ পাত্ররূপে স্মরণীয়-বিশেষতা বোঝানো হল । অম্মুরুহেক্ষণ—কমললোচন এই  
পদে কৃষ্ণের পরম সৌন্দর্য বর্ণনায় হল ।—এই পদে কৃষ্ণকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ, তাতে কৃষ্ণদেবীর  
নিজ সহজ বাৎসল্য, অতঃপর পরে যে নিবেদন করবেন, সেই নিজরক্ষা প্রার্থনাও তার আনন্দই  
বটে, একপ বৃত্তিতে হবে, কেবল যে কামনামাত্রই, তা নয়—শ্রীকৃষ্ণদেবী প্রার্থনা করছেন—‘হে  
কৃষ্ণ, আমার সেই সমস্ত বিপদ সমূহ যেন বারবার উপস্থিত হয়, কারণ বিপদ এলেই তোমার দুলভ  
দর্শন লাভ হয় ।’ ( শ্রীভাঃ ১-৮-২৬ ) ইত্যাদি উক্তি হেতু । কৃষ্ণেতে যে সব বিশেষণ দেওয়া উঠাতে  
দুজনেরই যোগ্যতা থাকলেও বলরামের পশ্চাৎ নির্দেশ বলরামের কৃষ্ণানুগতি, তদ্বাব হেতু ॥ জীঃ ৯ ॥



কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন বিশ্বভাবন ।

প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ শিশুভিষ্চাবসীদতীম্ ॥ ১১ ॥

১১। অন্নয় : [হে] কৃষ্ণ কৃষ্ণ! [হে] মহাযোগিন্! [হে] বিশ্বাত্মন! (সর্বাত্ম্যামিন্) [হে] বিশ্বভাবন! (বিশ্বপালক) [হে] গোবিন্দ! শিশুভিঃ (স্বপুত্রৈঃ সহ) চ অবসীদতীং (ক্লিশ্যন্তীং) প্রপন্নাং (শরণাগতাং মাং) পাহি (রক্ষ)।

১১। ছুলাবুবাদ : মথুরাদি দূরদেশে থাকলেও সেখান থেকেই আমাদের প্রাণ রক্ষা করবে! কৃষ্ণের এইরূপ পরম সামর্থ্য নিরূপনকারিণী পরমার্থা বাকপটু কুন্তিদেবী যেন সাক্ষাৎই তাঁকেই সম্বোধন করত তিনটি শ্লোকে সতর্কভাবে হস্তিনাপুর আগমন-কৃষ্ণের আগের আপত্তরক্ষা প্রার্থনা করতে লাগলেন।—

হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাযোগিন্! হে সর্বাত্ম্যামিন্! হে বিশ্বপালক! হে গোবিন্দ! যুধিষ্ঠিরাদি বালকদের সহিত নিরস্তুর শত্রুসঙ্ঘটে হুঃখপ্রাপ্তা, শরণাগতা আমাদের রক্ষা করুন।

৮-৯। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকা : জাময়ঃ কুলস্ত্রিয়ঃ ॥ বিং ৮-৯ ॥

৮-৯। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাবুবাদ : জাময়ঃ—কুলস্ত্রী সকল ॥ বিং ৮-৯ ॥

১০। শ্রীজীব বৈং তোঃ টীকা : নহু স্মরণেব মামত্র প্রাহিণোদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সপত্তেতি । অনেনাত্মনঃ পরমার্ভঃ ব্যঞ্জিতম্ । বাক্যৈঃ প্রিয়বচনৈঃ পূর্ববত্ত্বচনশ্রবণা ॥ জীং ১০ ॥

১০। শ্রীজীব বৈং তোঃ টীকাবুবাদ : যদি বল, স্মরণ করেই তো আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, এরূপ কথার আশঙ্কায় বলছেন—

‘শত্রুমধ্যে’ এই বাক্যে কুন্তিদেবীর নিজের পরম আর্ততা ব্যঞ্জিত হল। বাক্যৈঃ—প্রিয় বচনে (সাস্তুনা দিবেন কি?) শ্রীকুন্তির এরূপ উক্তি পূর্ববৎ তাঁর বচন শুনবার ইচ্ছায়। [অতঃপর অক্রুরের সম্মতি দেখে শ্রীকুন্তিদেবীর গূঢ়ভাব, অহো কবে যুদ্রাবিশেষ উদয়ে ও মধুর গম্ভীর স্বরে বিলসৎ-বচনামৃতে উজ্জল শ্রীমুখ সাক্ষাৎ দেখব।—শ্রীসনাতন] ॥ জীং ১০ ॥

১০। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকা : বৃকণামিত্যনন্তরঃ মধ্যে ইত্যধ্যাহার্যম্ ॥ ১০ ॥

১০। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাবুবাদ : ‘বৃকণাম্’ বাক্যের পর ‘মধ্যে’ বাক্যটি ধরে নিয়ে অর্থ করণীয় ॥ বিং ১০ ॥

১১। শ্রীজীব বৈং তোঃ টীকা : নহু তত্রত্যেষু শ্বেষু নিজকৃত্যং সমাধায়া-চিরাদব্রাগতঃ ; সাস্তুয়িত্যতোবেতি চেৎ, অন্তরা যাবৎ তদর্শনামৃতং লভেমহি, তাবত্তত্র স্থিতোহপ্যাসাবম্ব্যকং প্রাণরক্ষাং



কুর্যাদিতি পরমসামর্থ্যং নিরূপয়ন্তী পরমার্থা সাক্ষাদিব তমেব সম্বোধ্য ত্রিভিঃ সক্রুণং বদন্তী প্রাপ্তপ-  
সন্নাপজ্ঞাং প্রার্থয়তে—কৃষ্ণেতি । পূর্বং মুখ্যনাম্না সম্বোধনম্ ; তত্র বীণা চ ঝটিতামুখায় ।  
তত্র তাদৃশ-সামর্থ্যব্যঞ্জকং সম্বোধনং মহাযোগিন্, হে পরমোপায় যুক্তেতি । ন চ ত্রয়ি বিজ্ঞাপনাপেক্ষাস্তি,  
সর্বজ্ঞানাди-প্রবর্তকত্বাদিত্যাহ—বিশ্বাত্মনিতি । ন চ জ্ঞাত্বাপি কথঞ্চিদাসংসে, জগৎপালকত্বাদিত্যাহ—  
বিশ্বভাবনেতি । তত্র চ প্রপন্নবাৎসল্যং দর্শয়তি—গোবিন্দ, হে গোবর্দ্ধনোদ্ধারণ, প্রকাশিত-তন্মামহিতি ।  
ন চ তত্র বিলম্বঃ কার্য ইত্যাহ—শিশুভিঃ সহ শত্রুসঙ্কটে নিরন্তরং হৃৎখং প্রাপ্নুবন্তীতি ॥ জী০ ১১ ॥

১১। শ্রীজীব বৈ. তাতো. টীকাবুবাদ : যদি বল, তথাকার নিজ জনদের সম্বন্ধে নিজকৃত্য  
সমাধান করে অচিরেই এখানে এই এসে গেলেন বলে, সাস্থমাও দান করবেন,—এই উত্তরে, এর  
ভিতরে যাবৎ তদর্শনামৃত লাভ করছি, তাবৎ তথায় থাকলেও সে আমাদের প্রাণরক্ষা করবে নিশ্চয়ই,  
এরূপে কৃষ্ণের পরম সামর্থ্য নিরূপণকারিণী পরমার্থা কৃষ্ণদেবী যেন সাক্ষাৎই তাঁকেই সম্বোধন  
করত তিনটি শ্লোকে সক্রুণভাবে বলতে গিয়ে তার আসার আগের আপত্তিকা প্রার্থনা করছেন—

কৃষ্ণ ইতি—প্রথমে মুখ্য নামে সম্বোধন, তথায় আবার আনন্দে হবার ঝটিতি নিকটবর্তী  
করণের জন্ত । এ বিষয়ে তাদৃশ সামর্থ্যব্যঞ্জক সম্বোধন মহাযোগিন্—হে পরমোপায়যুক্ত । তাঁর  
কাছে বিজ্ঞাপনের অপেক্ষাও নেই, সর্বজ্ঞানাদি প্রবর্তক হওয়া হেতু, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, বিশ্বাত্মান্  
ইতি—[ সর্বাত্মবামী, তাই আমার হৃদয়ে অবস্থিত থাকায় আমার প্রার্থনা শুনতে পান, এরূপ  
ভাব ।—শ্রীবলদেব । ] এরূপও নন যে শুনেও বিন্দুমাত্রও উদাসীন হয়ে থাকেন, জগৎপালক হওয়া  
হেতু, তাই বলা হচ্ছে, বিশ্বভাবন—এর মধ্যেও আবার ‘প্রপন্ন’ শরণাগত জনের প্রতি বাৎসল্য  
দেখান হচ্ছে, গোবিন্দ—হে গোবর্দ্ধন-উদ্ধারণ—এই লীলাধারাই প্রকাশিত ‘গোবিন্দ নাম’ । শিশু-  
ভিষ্ণবসীদ্রতীম্—তথায় বিলম্ব করাও উচিত হবে না, এই আশয়ে জানানো হচ্ছে, শিশুদের সহ  
শত্রুসঙ্কটে নিরন্তর হৃৎখ পাচ্ছি ॥ জী০ ১১ ॥

১১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : মহাযোগিনিতি । মথুরায়াং স্থিতোহপি মমৈতাং খেদোক্তিং  
শৃণ্বতি ভাবঃ । কিঞ্চ, বিশ্বাত্মনিতি । মম হৃদ্যপি ত্বং দ্বিতঃ শৃণোষ্যেবেতি ভাবঃ । বিশ্বভাবনেতি,  
বিশ্বমপি ত্বং পালয়সি মং পালনং তে কোহিতিভার ইতি ভাবঃ । হে গোবিন্দ, মম নেত্রগোচরীভব  
ভ্রামহং দৃশ্যাসমিতি ভাবঃ ॥ বি০ ১১ ॥

১১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : মহাযোগিন্, ইতি—হে মহাযোগিন ! এ শব্দটি  
প্রয়োগের তাৎপৰ্য—হে কৃষ্ণ তুমি মথুরায় থাকলেও আমার এই খেদ-উক্তি শোন আরও, বিশ্বাত্মান্  
ইতি—আমার হৃদয়েও তুমি আছ, কাজেই শুনতে তো পাচ্ছই, এরূপ ভাব । বিশ্বভাবন ইতি—  
বিশ্বই তুমি পালন কর আমাকে পালন করা আর অতিভার কি ?, এরূপ ভাব । হে গোবিন্দ !—

নানাং তব পদান্তোজাং পশ্যামি শরণং নৃণাম্ ।

বিভ্যতাং মৃত্যুসংসারাঈশ্বরস্যাপবর্গিকাং ॥ ১২ ॥

১২। অন্নয় : মৃত্যু সংসারাং (মৃত্যুবাং ভয়হেতোঃ সংসারাং) বিভ্যতাং (ভয়শীলানাং) নৃণাং অপবর্গিকাং (মোক্ষপ্রদাং) ঈশ্বরস্য তব পদান্তোজাং অন্ম শরণং ন পশ্যামি ।

১২। মূল্যাবাদ : আপৎ-উদ্ধারের জন্য অন্ম কিছু প্রার্থনার প্রয়োজন নেই, কারণ সর্ব-  
হুঃখমূল সংসার থেকে সকলেরই নিস্তারক তোমার চরণ, ইহাই আমার নিশ্চয় এই আশয়ে বলা হচ্ছে—  
হে দেব, মৃত্যুর দ্বারা ভয়প্রদ সংসার থেকে ভীত জীবের ঈশ্বর তোমার চরণকমল থেকে  
ব্রহ্মজ্ঞানাদি অন্ম কিছুই শরণীয় দেখছি না ।

[ 'গো' শব্দে ইন্দ্র্য । আমার নেত্রগোচরী হও তোমাকে আমি তোমাকে দেখতে চাই, এরূপ  
ভাব ॥ বি. ১১ ॥

১২। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা : ন চৈতদর্থমন্মঃ প্রার্থনীয়ঃ, যতঃ সর্বহুঃখমূলং সংসা-  
রাপি সর্বেষামপি ত্তরগমেব নিস্তারকমিতি মম নিশ্চয় ইত্যাহ—নেতি । অন্মব্রহ্মজ্ঞানাদপি 'যেহন্তো-  
ইরবিন্দাক্ষ' ( শ্রীভা০ ১০-২-৩২ ) ইত্যাহ্ব্যক্তেঃ নৃণাং জীবানাং মৃত্যুসংসারাং অনাদিমৃত্যুপরম্পরা  
প্রাপ্তেঃ । নাহং পশ্যামীতাত্ৰ হেতুমহ—ঈশ্বরশ্রুতি । 'মদীয় মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্ ।  
বেৎসন্তানুগৃহীতঃ মে সংপ্রৈশ্বিতং হৃদি ।' ইত্যষ্টমস্কন্ধশ্রীমৎসদেবচন্দ্রানুসারেণ ( শ্রীভা০ ২৪ ৩৮ ),  
'যো মামব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে । স গুণান্ সমতীতৈত্যান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥', 'ব্রহ্মণো  
হি প্রতিষ্ঠাহম্' ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদগীতানুসারেণ ( ১৪-২৬-২৭ ) চ প্রসিদ্ধমহৈশ্বর্যাস্ত্যর্থঃ । অতএবা-  
পবর্গিকাং তচ্চ তৈর্য্যাখ্যাতম্ । যদ্বা, ঈশ্বরস্ত মহাদেবস্তাপি বৃকাসুরাদিভববিবিধভয়তো মোক্ষপ্রদাং ।  
॥ জী০ ১২ ॥

১২। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুদ : এই প্রয়োজনে অন্মকিছু প্রার্থনার প্রয়োজন  
নেই, কারণ সর্বহুঃখমূল সংসার থেকে সকলেরই নিস্তারক তোমার চরণ, ইহাই আমার নিশ্চয়, এই  
আশয়ে বলা হচ্ছে 'নাহং ইতি' । এখানে 'অন্ম' ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনারও প্রয়োজন নেই, কারণ  
( শ্রীভা০ ১০-২-৩২ ) শ্লোকে দেখান হয়েছে, যথা 'জ্ঞানিগণ জীবনমুক্ত দশায় আরোহণ করলেও ঐ  
দশা থেকে অধঃপতিত হয় আপনার চরণকমলের অনাদর হেতু ।' বৃহাৎসূত্রে—জীবের মৃত্যু,  
সংসারাং—অনাদি মৃত্যু পরম্পরা প্রাপ্তি হেতু । বাহ্যং পশ্যামি—অন্ম সারণীয় দেখছি না—এ  
বিষয়ে হেতু বলা হচ্ছে—ঈশ্বরস্য ইতি—“মদীয় মহিমানঞ্চ ইতি”—( শ্রীভা০ ৮-২৪-৩৮ ) অর্থাৎ  
ব্রহ্মরূপ মদীয় হওয়া হেতু আমি ইহা দিতে সমর্থ, এর জন্য তোমার পৃথক্ জ্ঞানাদি প্রয়াসের প্রয়োজন  
নেই । কি করে দিবে ? এরই উত্তরে—তোমার দ্বারা কৃত সংপ্রস্নের প্রত্যুত্তরে তোমার হৃদয়ে প্রকাশ



নমঃ কৃষ্ণায় শুদ্ধায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ।

যোগেশ্বরায় যোগায় ভ্রামহং শরণং গতাম্ ॥ ১৩ ॥

১৩। অর্থঃ : শুদ্ধায় ( ধর্মান্বনে ) ব্রহ্মণে ( সর্বজ্ঞাদি গুণকায় ) পরমাত্মনে যোগেশ্বরায় ( নিজ তথা তথাবিভাবানুভবোপায়দাত্রে ) যোগায় ( স্বপ্রাপ্ত্যুপায়স্বরূপায় ) কৃষ্ণায় ( সাক্ষাৎ পর-  
মেশ্বরায় নিজাশেষৈশ্বর্যপ্রকটনপরায় ) নমঃ, অহং তাং শরণং গতাম্ ।

১৩। মূল্যবুদ্ধ্য : নিজের অভীষ্টযোগ্য শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম করত শরণাগত হচ্ছেন—  
ধর্মান্ব, সর্বজ্ঞাদি গুণক, নিজের তথা তথা আবির্ভাবের অনুভব-উপায় দাতা এবং স্বপ্রাপ্তি-উপায়  
স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্, কৃষ্ণকে প্রণাম, আমি তোমার শরণাগত হলাম ।

করত অনির্দিষ্ট্য হলেও বলপূর্বক গ্রহণ করিয়ে থাকি । — ব্রহ্মস্বরূপ গ্রহণের জন্য কোনও অনির্বচনী  
অসামর্থ্য তোমাকে কৃপা করে দিয়ে থাকি আরও “যোমাং অকাভিচারেণ ইত্যাদি” অর্থাৎ যিনি আমাকে  
ঐকান্তিক ভক্তিরোগ সহকারে ভজনা করেন, তিনি এই গুণসমূহকে অতিক্রম করে ব্রহ্মভাবের অর্থাৎ  
মোক্ষের অধিকারী হয়ে থাকেন ।”—আরও “ব্রহ্মণে হি ইতি” অর্থাৎ কারণ আমিই ব্রহ্মের প্রতিমা-  
স্বরূপ এবং আমিই অব্যয়রূপ মোক্ষের, নিত্য ধর্মের এবং অখণ্ডিত ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ ।”—  
( গীতা ১৪-২৬-২৭ )—ইত্যাদি অনুসারে মহা ঐশ্বর্যশালী আপনার চরণকমল ছাড়া ব্রহ্মজ্ঞানাদি  
অপর কিছুই শরণীয় দেখছি না । অতএব [ স্বামীপাদ—অপবর্গিকাং—মোক্ষপ্রদ চরণকমল ছাড়া  
অন্য ] । অথবা ঈশ্বরস্য—রাক্ষসাদি থেকে জাত বিবিধ ভয় থেকে মহাদেবেও অপবর্গিকাং  
—মুক্তিপ্রদ তোমার চরণকমল ছাড়া ( অন্য শরণীয় দেখছি না ) ॥ জী. ১২ ॥

১২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : অপবর্গিকাং অপবর্গদানার্থং ॥ বি. ১২ ॥

১২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদ্ধ্য : অপবর্গিকাং—মোক্ষদান যোগ্য ( পাদপদ্ম থেকে )  
॥ বি. ১২ ॥

১৩। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকা : নিজাভীষ্টযোগ্যমেব তং শিষ্য প্রণমন্তী শরণং যাতি—  
নম ইতি । শুদ্ধায়েতি ধর্মান্বতয়াইরশং শরণাগত ব্রহ্মভিপ্রেরা । ‘ব্রহ্মণ’ ইত্যাদি পদদ্বয়েন তত্র চ  
সদা সর্বত্র সর্বরক্ষা যোগ্যতা যোগেশ্বরায়ৈতি তদর্থং স্বতঃ সর্বার্থপূর্ণতা, যোগ্যয়েতি চাচ্ছতো জ্ঞানানপেক্ষা,  
যদ্বা কৃষ্ণায় স্বয়ং-ভগবতে পরিপূর্ণভক্তীনাং পরিপূর্ণৈশ্বর্যাদিযুক্ত্যেত্যর্থঃ ; ব্রহ্মণে নির্বিশেষজ্ঞানিনাম-  
পরিচ্ছিন্নতত্ত্বজ্ঞানমাত্ররূপায়, পরমাত্মনে অন্তর্ধামিত্যমাত্রৈশ্বর্যজ্ঞানিনাং তদ্রূপায় ত্রিষপি বিশেষণম্, শুদ্ধায়  
মায়াম্পর্শরহিতায়, যোগেশ্বরায় নিজতথাতথাবিভাবানুভবোপায়দাত্রে, শক্তিশক্তিমত্তোরভেদাশেন স্বয়ং  
তত্ত্বরূপায় চ তত্ত্বামিতি শেষঃ । অতো নাসাধ্যং তব কিঞ্চিদিতি ভাবঃ । অতঃস্বামিত্যাদি ॥ জী. ১৩ ॥



শ্রীশুক উবাচ ।

ইত্যনুস্মৃতা স্বজনং কৃষ্ণং জগদীশ্বরম্ ।

প্রারুদদ্ভুঃখিতা রাজন্ ভবতাং প্রপিতামহী ॥ ১৪ ॥

১৪। অথ যঃ : শ্রীশুকঃ উবাচ । [ হে ] রাজন্ ইতি ( এবং প্রকারেণ ) স্বজনং ( পিতাদি বন্ধুবর্গং ) [ তথা ] জগদীশ্বরং কৃষ্ণং চ অনুস্মৃতা ( বারং বারং স্মৃতা ) ভুঃখিতা ভবতাং প্রপিতামহী [ কুন্তী ] প্রারুদৎ ( রোদিতবতী ) ।

১৪। মূল্যাবাদ : শ্রীশুকদেব বললেন— হে রাজা পরিক্রিঃ ! আপনার প্রপিতামহী শ্রীকুন্তিদেবী এইরূপে আত্মীয়দিগকে এবং জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃপুনঃ স্মরণ করত ভুঃখিত অন্তরকরণে গদগদ ভাবে রোদন করতে লাগলেন ।

১৩। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকানুবাদ : কুন্তিদেবী নিজ অভিষ্টযোগ্য কৃষ্ণকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করত ভক্তিভরে নমস্কার করত শরণগ্রহণ করছেন, ‘নম ইতি’ শ্রুত্বায়— এখানে ‘শুদ্ধ’ শব্দের অভিপ্রায় ধর্মপ্রাপ্ত হওয়া হেতু শরণাগত, রক্ষক, এর মধ্যেও আবার ব্রহ্মণ—সর্বজ্ঞাদিগুণক।—এই পদদ্বয়ের দ্বারা সর্বত্র সর্বরক্ষা যোগ্যতার বিদ্যমানতা প্রকাশ করা হল। যোগেশ্বরায়—সর্বরক্ষার জন্ত স্বতঃ সর্গার্থ পরিপূর্ণতা বলাই অভিপ্রায় এই শব্দে। যোগায়—[ অগ্নির থেকে জ্ঞানপ্রাপ্তির অপেক্ষা শূণ্য ], [ বলদেব—স্বপ্রাপ্তি উপায়-রূপ ] অথবা ১। কৃষ্ণায়—স্বয়ং ভগবানকে তর্ক্যং পরিপূর্ণ ভক্তির পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যায়ুক্ত [ কৃষ্ণকে প্রণাম ] ২। ব্রহ্মণে—নির্বিশেষ জ্ঞানিদের পচ্ছিন্ন-তত্ত্বজ্ঞানমাত্র রূপ [ কৃষ্ণকে ] ৩। পরমাত্মনে—অন্তর্ধামিত্ত মাত্র-ঐশ্বর্যজ্ঞানিদের সীমিত তত্ত্বজ্ঞানমাত্র রূপ, [ কৃষ্ণকে ] এই তিনেরই বিশেষণ—‘শুদ্ধায়’ মায়াস্পর্শরহিত, যোগেশ্বরায়—নিজ তথা তথা আবির্ভাবের অন্তর্ভব উপায় দাতা। আরও শক্তি-শক্তিমান অভেদাংশে স্বয়ং সেই সেইরূপ তোমাকে নমস্কার। অতএব তোমার অসাধ্য কিছু নেই ॥ জী. ১৩ ॥

১৩। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : কৃষ্ণায় ভক্তিরূপাস্যায়ত্বার্থঃ। শুদ্ধায় দৃশ্যত্বেপি মায়াতীতায়। ব্রহ্মণে জ্ঞানাত্তিরূপাস্যায়। পরমাত্মনে যোগিভিরূপাস্যায় যোগানাং তত্ত্বপ্রাপ্ত্যুপায়ানাং ভক্ত্যাদীনাম্। ঐশ্বর্য প্রদানসমর্থায়। যোগায় তত্ত্বোপায়ায় স্বরূপায় চ ॥ বি. ১৩ ॥

১৩। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : কৃষ্ণায়—ভক্তের দ্বারা উপাস্য ( তোমার শরণাগত হচ্ছি )। শুদ্ধায়—নয়ন গচর হলেও তুমি মায়ার অতীত। ব্রহ্মণে জ্ঞানিদের উপাস্য। পরমাত্মনে—যোগিদের উপাস্য। যোগেশ্বরায়—‘যোগানাং’ সেই সেই প্রাপ্তি-উপায় ভক্ত্যাদি সমূহের ‘ঐশ্বর্য’ প্রদান সমর্থ যোগায়কৃষ্ণায় বস্তুঃ—সেই সেই রূপ ও স্বরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার।

॥ বি. ১৩ ॥

সমদুঃখসুখোহক্রুরো বিদুরশ্চ মহাযশাঃ ।

সান্ত্বয়ামাসতুঃ কুন্তীং তংপুত্রোৎপত্তিহেতুভিঃ ॥ ১৫ ॥

১৫। অন্নয়নঃ : সমদুঃখসুখ ( কুন্ত্যাসহ সমদুঃখং সুখঞ্চ যস্য সঃ ) অক্রুরঃ মহাযশাঃ বিদুরশ্চ কুন্তীং তংপুত্রোৎপত্তিহেতুভিঃ ( তস্যাঃ পুত্রাণাং উৎপত্তিহেতুভিঃ অর্থাৎ জনকৈঃ ধর্মপবনেন্দ্রাদিভিঃ এতে ধর্মদ্যাংশাঃ কেন নাশয়িতু শক্যা ইত্যাদি তৎপ্রভাবকথনৈঃ ) সান্ত্বয়ামাসতুঃ ।

১৫। যুলোবুবাদ : কুন্তির সহিত সম দুঃখ-সুখ যাদের সেই শ্রীঅক্রুর এবং শ্রীবিদুর মহাশয় কুন্তিদেবীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, - তাঁর পুত্র যুধিষ্ঠিরাদির জন্মের কারণীভূত ধর্ম-পবনদেব ও ইন্দ্রাদির কথা বলে বলে ।

১৪। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : ইতোবাং স্বজনং পিতাদিকং জগদীশ্বরমিতি জগদীশতয়া কৃষ্ণং চানুস্মৃত্য বারং বারং স্মৃতা, যদা, চ অপি, স্বজনং বন্ধুতাং প্রাপ্তমপি কৃষ্ণং জগদীশ্বরতয়ানুস্মৃত্য : কিংবা জগদীশ্বরমপি স্বজনং নিজবন্ধুতয়ানুস্মৃত্য তদপ্রাপ্ত্যা হৃঃখিতা সতী প্রকর্ষণে সগদগদেত্যাদিনারুদৎ । ভবতাং প্রপিতামহীতি তস্তাস্তাদৃশ-প্রণয়বতাঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণপিতৃষশ্চ : প্রপৌত্রভেন তস্য ভাগ্যং সূচয়ন হর্বং বর্দ্ধয়তি, অতএব পরমাদরেণ ভবচ্ছন্দপ্রয়োগঃ, তত্র বহুব্ধং, অতঃ প্রহর্ষণে সম্বোধয়তি— রাজনমিতি ॥ জী. ১৪ ॥

১৪। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুবাদ : ইতি—এইরূপে স্বজনং পিতামাতৃদিককে এবং জগদীশ্বরম্ ইতি—জগতের নিয়ন্তা হওয়া হেতু কৃষ্ণকে তনুস্মৃত্য—বারবার স্মরণ করে । অথবা, ‘চ’ শব্দে ‘অপি’ ধরে অর্থ—কৃষ্ণকে ‘স্বজনং’ অর্থাৎ বন্ধুরূপে পেলেন ও জগদীশ্বররূপে চিন্তা করে । কিম্বা জগদীশ্বর হলেও ‘স্বজনং’ নিজবন্ধুরূপে বারবার স্মরণ করে তাকে না পেয়ে হৃঃখিতা হয়ে আরুদৎ—‘প্র’ প্রকর্ষণের সহিত অর্থাৎ সগদগদ ইত্যাদি ভাবে কঁদতে লাগলেন । ভবতাং প্রপিতামহী—‘আপনাদের প্রপিতামহী’ এই বাক্য পরীক্ষিতের প্রপিতামহী কুন্তির তাদৃশ প্রণয়-শীলতা সাক্ষাৎ নাতীপুত্ররূপে তার ভাগ্য সূচিত করে গুকের হর্ব বর্দ্ধিত করল । অতএব পরম আদরে ‘ভবৎ’ শব্দ প্রয়োগ করলেন । এর মধ্যে আবার ‘ভবতাং’ গৌরবে বহুবচন প্রয়োগ । অতঃপর পরীক্ষিতকে অতিশয় আনন্দে সম্বোধন করলেন ‘রাজন’ বলে ॥ জী. ১৪ ॥

১৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : প্রপিতামহী কুন্তী ॥ বি. ১৪ ॥

১৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : প্রপিতামহী—কুন্তি ॥ বি. ১৪ ॥

১৫। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : চেতি ত্বর্থে, বিদুরশ্চ মহাযশাঃ, স্বভাবন্তঃ পাণ্ডব-বিষয়ক-পক্ষপাতাদি-সংখ্যাতির্যস্ত সঃ । তৎপুত্রোৎপত্তিহেতুভ্যাম্ । তত্র দেববরেভ্য উৎপন্নত্বাভ্যং কদা-



যাশ্চন্ রাজানমভ্যেত্য বিষমং পুত্রলালসম্ ।

অবদং সুহৃদাং মধ্যে বন্ধুভিঃ সৌহৃদোদিতম্ ॥ ১৬ ॥

১৬। অন্নয় : যাশ্চন্ (মথুরাং প্রতি গমিষ্যন্ অক্রুরঃ) পুত্রলালসং বিষমং (ভ্রাতৃপুত্রেষু বিষমবুদ্ধিং) রাজানং (ধৃতরাষ্ট্রং) অভ্যেত্য (সমীপে গতা) বন্ধুভিঃ (শ্রীকৃষ্ণাদিভিঃ [যং] সৌহৃদোদিতং (সৌহৃদেন কথিতং) [তং] সুহৃদাং (ভীষ্মাদীনাং) মধ্যে অবদং ।

১৬। মূল্যাবাদ : মথুরায় গমনেচ্ছু শ্রীঅক্রুর মহাশয় নিজ পুত্রদের প্রতি আসক্তবুদ্ধি এবং ভ্রাতৃপুত্রে বিষমবুদ্ধি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গিয়ে শ্রীভীষ্মাদি সুহৃদগণের মধ্যে তাকে বলতে লাগলেন - শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বন্ধুগণ কর্তৃক কথিত বাক্য ।

চিদপাশুভং নাস্তীত্যেবাং কথনৈরিত্যর্থঃ ; অথবা, তৎপুত্রোৎপত্তেহৈতবঃ—ভূভারাবতারার্থমবতীর্ণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য লীলাসাহায্যানি, তৈঃ ॥ জী. ১৫ ॥

১৫। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকাবুবাদ : বিদ্বদৃশ—এখানে 'তু' (=কিন্তু) অর্থে 'চ' শব্দ প্রয়োগ—বিহুর কিন্তু মহাযশাঃ—স্বভাবতঃ পাণ্ডববিষয়ক পক্ষপাতাদি সখ্যোতি বিশিষ্ট । কুন্তির পুত্রগণের উৎপত্তিহেতুভিঃ শ্রীধর জন্মদাতা পিতার নাম এরূপ বলেছেন, যথা—ধর্ম পবনদের ইত্যাদি । এই দেবশ্রেষ্ঠগণেরদ্বারা উৎপন্ন হওয়া হেতু কদাচিত্ও পাণ্ডবদের অন্তত নেই, এরূপ কথনের দ্বারা সাস্তুনা দিতে লাগলেন । অথবা, তৎপুত্রোৎপত্তেহৈতবঃ—ভূভার অবতরণ করার জন্য অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের লীলা সাহায্যকারী এইসব পুত্রগণ ইহাই হেতু পুত্রোৎপত্তির ॥ জী. ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : তস্তাঃ পুত্রাণামুৎপত্তিহেতুভির্জনকৈধর্মানিলাদিভিঃ ॥ এতে ধর্মাংশাঃ কেন নাশয়িতুং শক্যা ইত্যাদি তৎপ্রভাবকথনৈরিত্যর্থঃ ॥ বি. ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদ : তাঁর পুত্রদের উৎপত্তি হেতুভিঃ—দুর্বারার অনুগ্রহে ধর্ম-বায়ু-ইন্দ্র-সংযোগাদি লক্ষণে জন্ম হওয়া হেতু কেহ বিনাশ করতে সমর্থ হবে না । এইসব বলে কুন্তিকে সাস্তুনা দিতে লাগলেন অক্রুর ও বিহুর ॥ বি. ১৫ ॥

১৬। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকা : পুত্রেষু তেষাং রাজ্যাদিসিদ্ধয়ে লালসা মহামনোরথো যশ্চ তম্ । সুহৃদাং ভীষ্মাদীনাং মধ্য ইতি তস্য লজ্জোৎপাদনেন নিজোক্তিগ্রাহণার্থম্ ॥ জী. ১৬ ॥

১৬। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকাবুবাদ : পুত্রলালসম্—তাঁর পুত্রদের রাজ্যপ্রাপ্তি সিদ্ধির জন্য লালসা—মহামনোরথ যার সেই তাকে অবদং—বললেন । সুহৃদাং মধ্য - ভীষ্মাদীর মধ্যে লজ্জা উৎপাদনের দ্বারা নিজ উক্তি গ্রহণ করবার জন্য ॥ জী. ১৬ ॥



## অক্রুর উবাচ ।

ভো ভো বৈচিত্রবীৰ্য ত্বং কুরুণাং কীর্তিবৰ্দ্ধন ।

ভ্রাতরূপরতে পাণ্ডাবধুনাসনমাস্থিতঃ ॥ ১৭ ॥

১৭। অন্নয় : অক্রুর উবাচ । ভো ভো বৈচিত্রবীৰ্য ! ( ভো ভো বিচিত্রবীৰ্যশ্চ নন্দন, ধৃতরাষ্ট্র ) ভো ভো কুরুণাং ( কুরুবংশানাং ) কীর্তিবৰ্দ্ধন ভ্রাতরি পাণ্ডো উপরতে ( মৃতে সতি ) অধুনা হম্ আসনং আস্থিতঃ ( পাণ্ডো পুত্রেষু সংসু ত্বং রাজাসনং অধিকৃতবান্ ইতি কটাক্ষ ) ।

১৭। য়ানুবাদ : অক্রুর কটাক্ষ হেনে বললেন—হে কুরুবংশকীর্তিবৰ্দ্ধন ধৃতরাষ্ট্র, আপনি ভ্রাতা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর সম্প্রতি রাজসিংহাসন অধিকার করে বসে গিয়েছেন ।

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : সুহৃদাং ভীষ্মদীনাং মধ্যে স্থিতঃ বহুভির্বিহুয়াদিভিঃ সহিতঃ সৌহৃদ্যাদিতং সৌহৃদ্যব্যাঞ্জকং বাক্যম্ ॥ বি০ ১৬ ॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাযুবাদ : সুহৃদাং মধ্যে—ভীষ্মাদির মধ্যে স্থিত বহুভিঃ—বিহুয়াদির কাছে সৌহৃদ্যাদিতং—সৌহৃদ্য-ব্যাঞ্জক বাক্য অবদৎ—বলতে লাগলেন । [ শ্রীবলদেব—মথুরা গমনপর অক্রুরকে যা শ্রীরামকৃষ্ণাদির দ্বারা সৌহার্দের সহিত বলা হয়েছিল, তা তিনি মথুরা প্রত্যাবর্তনকালে বিহুয়াদির কাছে বলতে লাগলেন ॥ বি০ ১৬ ॥

১৭। শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকা : প্রাক্ সৌর্যুৎ সামপ্রায়মাহ—ভো ভো ইতি, বীপ্সা অত্যন্তাভিমুখার্থং, বাচ্যার্থাপ্রিয়ত্বেন তস্মৈ বৈমুখ্যাসম্ভবাৎ ॥ জী০ ১৭ ॥

১৭। শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকাযুবাদ : প্রথমে সুহৃদু হৃদ্যে যেন সন্ধি করার ভাবে সম্বোধন করলেন । ভো ভো ধৃতরাষ্ট্র ! ‘ভো’ শব্দটি দুবার উচ্চারণ করা হল, তার দিকে একান্তভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, কারণ তার কথা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অপ্রিয় বলে তার বিমুখত আসা সম্ভব ॥ জী০ ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : ভ্রাতরূপরতে ইতি । পাণ্ডো পুত্রেষু সংস্থপি ত্বং রাজাসন-মাস্থিত ইতি কটাক্ষঃ ॥ বি০ ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাযুবাদ : ভ্রাতরূপরতে—ভ্রাতা পাণ্ডু পরলোক গমন করলে আপনি আসনমাস্থিত—রাজাসনে বসেছেন ।—এই কথায় ধৃতরাষ্ট্রকে কটাক্ষ করা হল, পাণ্ডুপুত্রের থাকতেই আপনি রাজাসনে বসে গিয়েছেন, এ কি আশ্চর্য্যজনক হল ॥ বী০ ১৭ ॥

ধর্মেণ পালয়ন্নুর্বাং প্রজাঃ শীলেন রঞ্জয়ন্ ।

বর্তমানঃ সমঃ স্বেষু শ্রেয়ঃ কীর্তিমবাপ্যসি ॥ ১৮ ॥

অনুথা ভ্রাচরল্লোকে গর্হিতো যাস্তসে তমঃ ।

তস্মাৎ সমত্বে বর্তস্ব পাণ্ডবেষাং জেযু চ ॥ ১৯ ॥

১৮। অর্থঃ : [ ভ্ং ধর্মেণ ( রাজধর্মেণ ) শীলেন ( সংস্খভাবেন ) প্রজাঃ রঞ্জয়ন্ ( স্বস্মিন্ তাসাং অনুরাগং জনয়ন্ ) স্বেষু ( স্বপুত্র দুর্যোধনাদিষু-পাণ্ডবাদিষু ) সমঃ ( তুল্যভাবাপন্নঃ ) বর্তমানঃ ( স্থিতসন ) শ্রেয়ঃ ( কল্যাণং ) কীর্তিঃ চ অবাপ্যসি ( প্রাপ্যসি ) ।

১৯। অর্থঃ : অনুথা তু ভ্রাচরণ ( বৈপরীত্বেন বর্তমানঃ সন্ ) লোকে ( জগতি ) গর্হিতঃ ( নিন্দিতঃ সন্ ) তমঃ ( মহাত্মা-অত্র পুত্র বিয়োগাদিজন্ম, অমৃত চ নরকাদিকন্ম, ইত্যর্থঃ ) যাস্যসে ( প্রাপ্যসি ) । তস্মাৎ পাণ্ডবেষু-আজ্ঞেযু ( স্বপুত্রেষু ) চ সমত্বে বর্তস্ব ।

১৮। মূলানুবাদ : বর্তমানে উপযুক্তভাবে থাকলেও, স্বভাব পরিবর্তন করত এই অবস্থায় স্থিত হোন, যথা—

রাজধর্মামুসারে পৃথিবী পালন ; সংস্খভাবে প্রজারঞ্জন করুন এবং দুর্যোধনাদি নিজপুত্র ও পাণ্ডবদের মধ্যে সমভাবাপন্ন হোন—এ অবস্থায় স্থিত হলে আপনি কল্যাণ ও কীর্তিলাভ করতে পারবেন ।

১৯। মূলানুবাদ : অতঃপর যত্নমত্ হাতির সহিত কিছু পরিহাস বাক্য বলছেন—

বৈষম্য ভ্রাচরণ করলে এই জগতে নিন্দা এবং পরলোকে মহাত্মকর নরকপ্রাপ্ত হবেন । সুতরাং পাণ্ডবগণের ও স্বপুত্র দুর্যোধনাদির প্রতি সমতা ভাব রেখে চলুন ।

১৮। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : শীলেন সদৃভেন, স্বেষু স্বপুত্রপাণ্ডবাদিষু, শ্রেয়ঃ কুশলং কীর্তিঞ্চ ॥ জী. ১৮ ॥

১৮। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকানুবাদ : শীলেন—সংস্খভাবে নিজের প্রতি প্রজাদের ‘রঞ্জয়ন্’ অনুরাগ জন্মালে, যেন—স্বপুত্র দুর্যোধনাদি ও পাণ্ডবদের প্রতি সমদৃষ্টি করলে শ্রেয়ঃ—কুশল ও কীর্তিলাভ করবেন ॥ জী. ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিম্বনাথ টীকা : ভবতু তদপ্যেবং বর্তস্বত্যাং,—ধর্মেণেতি ॥ বি. ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিম্বনাথ টীকানুবাদ : বর্তমানে আপনি এরূপ অবস্থায় থাকলেও আপনি নিজ স্বভাবের পরিবর্তন করত এই অবস্থায় বিরাজমান হউন, যথা—ধর্মেণ ইতি ॥ বী. ১৮ ॥



নেহ চাত্যন্তসংবাসঃ কস্মচিৎ কেনচিৎ সহ ।

রাজন্ স্বেনাপি দেহেন কিমু জায়াত্নজাদিভিঃ ॥ ২০ ॥

২০। অশ্বয় : হে রাজন্ ! ইহ (লোকে) চ (পরলোকে) কস্মিচিৎ (কদাচিৎ) কেনচিৎ সহ অত্যন্ত (সর্বদিকঃ) সম্বাসঃ কেনচিৎ ন (নাস্তি) স্বেন (স্বকীয়েন) দেহেন [সহ] অপি [ন অত্যন্ত সম্বাসঃ] জায়াত্নজাদিভিঃ (ভার্যাপুত্রাদিসহ) (অত্যন্ত সম্বাসঃ) [নাস্তি ইতি কিমু বক্তব্য ইত্যর্থঃ] ।

২০। সুল্লাববাদ : সেই পুত্র ভূষণাদি প্রিয় হলেও চিরস্থায়ী নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে,—‘ন ইহ ইতি’ ।

হে রাজন্ ! ইহলোকে বা পরলোকে কদাচিৎ কারোও সহিত কারোর সর্বকালিক এবত্র বাস হয় না । নিজ দেহের সহিতও সার্বকালিক স্থিতি হয় না । ভার্যাপুত্রাদির সহিত যে হয় না, এতে আর বলবার কি আছে ?

১৯। শ্রীজীব বৈ. ত্তো. টীকা : অথ সম্মিতং সপরিহাসমিবাহ—অনাথেনি । তমঃ মহাহুঃখম্, অত্র পুত্রবিরোগাদিজন্ম, অমৃত্র চ নরকাদিকমিত্যর্থঃ ॥ জী. ১৯ ॥

১৯। শ্রীজীব বৈ. ত্তো. টীকাবুদ : অতঃপর মুছ হাসির সহিত যেন পরিহাস করছেন এইভাবে বললেন—অন্থা ইতি । তমঃ—মহাহুঃখ—এলোকে পুত্রবিরোগাদি থেকে জাত, আর পরকালে নরকাদি থেকে জাত ॥ জী. ১৯ ॥

১৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : তমো নরোকম্ ॥ বি. ১৯ ॥

১৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদ : তমঃ—নরক ॥ বি. ১৯ ॥

২০। শ্রীজীব বৈ. ত্তো. টীকা : ইহলোকে, চকারাদমুষ্টিং চ লোকে কস্মিচিৎ কদাচিদপি কস্মচিদিতি পাঠঃ কচিৎ । হে রাজন্নিতি রাজহেপি তদপরিহার্যমিতি ভাবঃ । স্বেন আত্মতয়া প্রতীতেনাপি, অতঃ পুত্রাদিব্যবহারস্যানিত্যত্বানাসক্তিং বিধায় ধর্মরক্ষার্থং স্বেষু সমতা-বর্তনমিব যুক্তমিতি ভাবঃ ॥ জী. ২০ ॥

২০। শ্রীজীব বৈ. ত্তো. টীকাবুদ : ইহ—ইহলোকে । চ—পরলোকে । কস্মিচিৎ—কদাচিৎও । ‘কস্মচিৎ’ পাঠে অর্থ ‘কচিৎ’ । হে রাজন্—এই সম্বোধনের ধ্বনি—রাজ্যের অধিকারী হলেও স্বেন—নিজের বলে প্রতীত হলেও পুত্রাদির সহিত বিচ্ছেদ অপরিহার্য । অতএব পুত্রাদি ব্যবহারের অনিত্যতা হেতু তথায় অনাসক্তির ভাব রেখে ধর্মরক্ষার জন্য নিজ পুত্রাদি ও পাণ্ডবাদিতে মনের সমতা স্থাপনই যুক্তিযুক্ত, এরূপ ভাব ॥ জী. ২০ ॥

এক প্রসূয়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।

একোহনুভুক্তে স্কৃততমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ॥ ২১ ॥

২১। অম্বয় : একঃ (সহায়ান্তর রহিতঃ সন্ এব) জন্তুঃ (জীবঃ) প্রসূয়তে (জায়তে) [তাদৃশ] একঃ এব চ প্রলীয়তে (ম্রিয়তে) একঃ [সন্] স্কৃতঃ এক এব চ দুষ্কৃতঃ অনুভুক্তে (মরণান্তরং ভুক্তে)।

২১। যুগাববাদ : সহায়ান্তর রহিত হয়ে একাই জীব জন্মগ্রহণ করে। একাই মৃত হয়। কোন একজন স্কৃতিসম্পন্ন হয়ে কেউ তো আবার দুষ্কৃতিবান হয়ে মরণান্তর যথাযথ কর্মফল ভোগ করে।

২০। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : ন চ তে প্রিয়া অপি পুত্রা দুর্ধোধনাদয়ঃ চিরস্থায়িন ইত্যাহ,—  
নেহেতি ॥ বি. ২০ ॥

২০। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাববাদ : ন চ ইতি—পূর্বপক্ষ, পরপুত্রদের নিজপুত্রের সহিত কি করে সাম্য হতে পারে? এরই উত্তরে—আপনার প্রিয় হলও পুত্র দুর্ধোধনাদি চিরস্থায়ী নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, নেহ ইতি ॥ বি. ২০ ॥

২১। শ্রীজীব বৈ. তাতা. টীকা : প্রসূয়তে প্রসূতো ভবতীতি, প্রমীয়তে মৃতানা হিংস্রতে প্রম্রিয়ত ইত্যর্থঃ। প্রলীয়তে ইতি পাঠেহপি স এবার্থঃ। যুগাদ্বেইপুস্তরত্রেব এবকারঃ। সম্পদী ন করোতু নাম কোহপি বন্ধুঃ সাহায্যঃ, বিপদী তু সর্বথা কুর্য়্যৎ; তত্র চ ন করোতীত্যভিপ্রায়েণ। চ শব্দঃ উক্ত-সমুচ্চয়ার্থঃ, উভয়ত্র যুগোহপি যোজ্যঃ। অহু তত্ত্বংপুত্রাদিসহভাবাৎ পশ্চাদেব মরণং জগ্যান্তরঞ্চ লক্ষ্য পূর্বপূর্বকর্ম ভুক্তে ॥ জী. ২১ ॥

২১। শ্রীজীব বৈ. তাতা. টীকাববাদ : জন্তুগণ একাকীই প্রসূয়তে—জাত হয়। প্রমীয়তে—মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। এই দুটি পয়ায়েই পরপর 'এব' কার, এতে অর্থ একরূপ আসছে, কথা কোনও বন্ধুই সম্পদশালী করা তো দূরের কথা, সাহায্যও করে না, বিপদেই ফেলে থাকে সর্বথা। দ্বিতীয় পয়ায়ে 'চ' শব্দটি দেওয়া হল—'করে না' এই অভিপ্রায়ে। 'চ' উক্ত সমুচ্চয়ে। অর্থ একরূপ আসবে, যথা জন্ম মরণে এবং সুখ দুঃখে কারুরই সাহচর্য পাওয়া যায় না। সেই সেই পুত্রদের সহিত সুখ দুঃখ ভোগ হেতু মরণের পরও জন্মান্তরপ্রাপ্ত হয়ে পূর্বপূর্ব কর্মভোগ করে। ॥ জী. ২১ ॥

২১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : তত্র তাবৎপত্তি-মরণয়োঃ সুখ-দুঃখয়োশ্চ ন কেনাপি সাহিত্য-মিত্যাহ,—এক ইতি ॥ ২১ ॥



অধর্মোপচিতং বিত্তং হরন্ত্যন্তোহন্নমেধসঃ ॥

॥ সংভোজনীয়াপদৈশৈর্জলানীধ জলৌকসঃ ॥ ২২ ॥

(ভা. ২২।) অন্নম্ভাষ্য : জলৌকসঃ ( জলবাসিনঃ মৎস্যশ্চ ) [ জীবনভূতানি ] জলানি ইব ( জলানি  
যথা তৎপুত্রাঃ হরন্তি তদবং ) অন্নমেধসঃ ( মৃতজনস্য ) অধর্মোপচিতং ( অধর্মেণ সঞ্চিতং ) বিত্তং  
হরন্তি ।

২২। শ্রীমদ্ভাগবতম্ভাষ্য : আরও যখন পুত্রাদি একসঙ্গে বাস করে তখনও ক্লেশ উপার্জিত  
বিত্ত অপহরণ করে বলে পুত্র নামধারী এদের শত্রু বলেই জানতে হবে—এই আশয়ে বলা  
হচ্ছে—হে পিতা, পুত্রাদি আমরা তোমার পোষা, এই ছলে অন্নবুদ্ধি মূঢ়ের বিত্ত হরণ করে, যেমন  
না-কি জলবাসী মৎস্যের জীবনভূত জলের জীবনদায়ী শক্তি হরণ করে নেয় তার অসখ্য বাচ্চারা ।

২১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ভাষ্য : তাবৎ জন্ম-মরণের ও সুখ-দুঃখের কারুরই কারুর সহিত  
সম্বন্ধ নেই, এই আশয়ে তথায় বলা হচ্ছে, 'এক ইতি' অর্থাৎ জন্তুগণ একাকীই উৎপন্ন হয় একাকীই  
লয় প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি ২১।

২২। শ্রীজীব বৈ তো টীকা : অধর্মোপচিতমেণে নিষিদ্ধাচরণে চ উপচিতং স্বয়ং  
যতুতঃ সমুপার্জিতমপি অন্নে পুত্রাদয়ঃ অন্নমেধসো জনসোতি তত্ত্বিচার্য্যাবাং । জলানি ক্ষয়িষুনি  
জ্ঞেয়ানি । ॥ বহুসংঘট্টেন তেষাং ক্ষয়মাত্তি দৌর্গন্ধ্যাপাতাং মহামৎস্যস্য পূর্বমেব মরণাপত্তে ।  
॥ জী. ২২। ২২।

২২। শ্রীজীব বৈ তো টীকা : অধর্মোপচিতমেণে—অধর্ম অতিক্রম করত নিষিদ্ধ আচরণের  
দ্বারাও উপচিতং—স্বয়ং বহু পরিশ্রম করে সমুপার্জিত হলেও মুখের সেই বিত্ত আত্মা—পুত্রাদি হরণ  
করে থাকে । সেই সেই বিচারে অভাব হেতু তাদের মুখ বলা হল । এখানে 'জলানি' ক্ষয়িষু জলকে  
বুঝাতে হবে—বহু পোনা-মাছের পরস্পর সংঘর্ষে এই জলের ক্ষয় মালিন্য-দৌর্গন্ধ এসে যাওয়ায় পূর্বের  
মহামৎস্যের মরণ দশা প্রাপ্তি হয় ২২।

২২। শ্রীমদ্ভাগবতম্ভাষ্য : কিঞ্চ, যদি চ সহ বসন্তি তদাপি ক্লেশোপার্জিতবিত্তপহারিতয়া  
পুত্রান্নাম শত্রবা এব জ্ঞেয়া ইত্যাহ— অধর্মেতি । সংভোজনীয়াঃ পোষ্যাঃ বয়ং পুত্রাদয় ইতি ব্যপদে  
শৈরন্নমিষো মৃতশ্চ বিত্তং হরন্তি । জলৌকসো মৎস্যশ্চ জীবনভূতানি জলানি যথা তৎপুত্রা হরন্তি  
তদ্বৎ ॥ বি. ২২ ॥

২২। শ্রীমদ্ভাগবতম্ভাষ্য : আরও যখন পুত্রাদি একসঙ্গে বাস করে তখনও ক্লেশ  
উপার্জিত বিত্ত অপহরণ করে বলে পুত্র নামধারী এদের শত্রু বলেই জানতে হবে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে,

পুষ্যতি যানধর্ম্মেণ স্ববুদ্ধ্যা তমপাণ্ডিতম্ ।

তেহকৃতার্থং প্রহিঞ্চন্তি প্রাণা রায়ঃ সুতাদয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অর্থঃ কিলিষমাদায় তৈত্ত্যক্তো নার্থকোবিদঃ । )

( :गतावत्तु ह्येतत् ) असिद्धार्थो विशात्यन्तं स्वधर्मविमुखस्तमः ॥ २४ ॥

২৩। **অন্বয় :** [যে] স্ববুদ্ধা (এতে মম ইতি বুদ্ধা) [প্রাণধন স্তূতাদীন] অধঃক্ষেপ  
 পুষ্কতি তে প্রাণাঃ রায়ঃ (ধনানি) স্তূতাদয় অকুতাত্ (অপ্রাপ্ত ভোগং) তন্ম অপণ্ডিতঃ প্রহিণন্তি।

২৪। **অন্নয় :** নার্থকোবিদঃ ( ধর্মাদি অর্থতত্ত্ব অনভিজ্ঞ ) স্বধর্মবিশুখঃ ( স্ববর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম-  
রোহিতঃ ) অসিদ্ধার্থঃ ( অপূর্ণ-মনোরথঃ তৈঃ ( প্রাণাদিভিঃ ) ত্যাক্তঃ কিঞ্চিৎ ( পাপ-মাত্রমেব ) আদায়-  
অন্ধঃতমঃ ( মহানরকং ) বিশতি ।

২৩। মূল্যবানবাদের :- মানুষ আপন মনে করত যে প্রাণ-ধন-সুখাদিকে অধম আচরণের জরিপালন করে সেই প্রাণাদিই অপ্রাপ্তভোগ তাদৃশ মুখ' পোষণকারীকে পরিত্যাগ করে। ৪৫-৩৬

২৪। **মূল্যবোধ :** তৎকালে ধর্মাদি অর্থতত্ত্ব অনভিজ্ঞ, সুধর্মবিমুখ প্রাণধনাদি কর্তৃক পরিত্যক্ত, তাদৃশ অপরূপ মনোরথ মানুষ কেবলমাত্র পাপকেই পাথেয় করে মহানরকে প্রবেশ করে।

‘অধর্ম ইতি’। সাম্ভ্রাজনীঘ্নাঃ—হে পিতা পুত্রাদি আমরা তোমার শোষা, এই ছলে অল্পবদ্ধি মূঢ়ের বিত্ত হরণ করে জালোকাপো—মৎসের ভীষনভূত জল যেমন তার অসংখ্য পোনারা হরণ করে, উত্তার জীবনদায়ী শক্তিকে নষ্ট করে দিয়ে। (পোনাদের দাপাদাপিতে জল ঘোলা ও পুতিগন্ধময় হয়, তাতে জীবনদায়ী শক্তি হারিয়ে যায়।) ॥ বি. ২২ ॥

২৩। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকা : তত্র বৈ পোষণং তস্যৈব বর্দ্ধনং, ন তু তেন প্রাণাদি-  
পোষণমিতি লক্ষণম্, প্রথিত্তি ত্যক্ত্তি ॥ জী. ২৩ ॥

২৩। শ্রীজীব বৈ. তে. টীকাবাদের : [ সনাতন—‘রায়’ পোষণ—সম্বন্ধ ] তথায়  
‘পোষণ’ তারই বর্ধন তার দ্বারা কিন্তু প্রাণাদি পোষণ নয়, এরূপ লক্ষণ ॥ জী. ২৩ ॥

২৪। শ্রীজীব বৈঃ ভোঃ টীকা : অঙ্কঃ তমঃ মহানরকঃ, নার্থকোবিদঃ ধৰ্ম্মাৰ্থানভিজ্ঞঃ,  
নলোপাভাৰ আৰ্যঃ ॥ জীঃ ২৩ ॥

— ২৪। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুদ : অঙ্কং তমঃ—মহানরক। বার্থাকোবিদঃ—ধর্মাদি  
অর্থ অনভিজ্ঞ ॥ জী. ২৪ ॥



তস্মাল্লোকমিমং রাজন্ স্বপ্নমায়ামনোরথম্ ।

বীক্ষ্যাম্যাত্মনাত্মানং সমঃ শান্তো ভব প্রভো ॥ ২৫ ॥

২৫। অন্নয় : হে রাজন্! হে প্রভো! তস্মাৎ (তদ্বস্থিতেরেবন্ধিধ্বাৎ) ইমং [লোকং] স্বপ্ন-মায়ামনোরথং (স্বপ্নশ্চ ময়া চ মনোরথশ্চ তন্তেন তুল্যাং) বীক্ষ (দৃঢ় জ্ঞাত্বা আত্মনা (বুদ্ধ্যা) আত্মানং (মনঃ) আয়ম্য (নিয়ম্য) শান্তঃ (লোভাহ্যাপরতঃ সন্) সমঃ (স্বপুত্রেষু তুল্যভাবঃ) ভবঃ ।

২৫। মুল্লাবুবাদ : হে রাজন্! অতএব এই সংসারকে স্বপ্ন-মায়ামনোরথ তুল্য নিশ্চয়রূপে জেনে বিবেক বুদ্ধিদ্বারা মনকে লোভ থেকে নিবৃত্ত করত হে প্রভো! স্বপুত্রে ও পাণ্ডবে সমভাব ধারণ করুন ।

২৩-২৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : কিক, সুবুদ্ধা স্বীয় ইতিভিমানেন যান্ যঃ পুষ্পতি তে প্রাণাদয়ন্তঃ মুখকৃতার্থমেব গ্রহিণস্তি ত্যজন্তি । রায়ঃ অর্থাঃ ॥ বি• ২৩-২৪ ॥

২৩-২৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : আরও মুখলোক সুবুদ্ধা—নিজ সন্তান অভিমানে বাদিকে পালন করে সেই প্রাণ-ধন স্ত্রীতাদিই তদ্রূপশিত্ত—অকৃতার্থ-অপ্রাপ্ত মনোরথ সেই মুখকে গ্রহিণস্তি—পরিত্যাগ করে ॥ বি• ২৩-২৪ ॥

২৫। শ্রীজীব বৈ• তো• টীকা : বীক্ষ্য দৃঢ় জ্ঞাত্বা, আত্মনা বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ, শান্তঃ লোভাহ্যাপরতঃ সন্ সমঃ স্বপুত্রেষু পাণ্ডবেষু চ তুল্যভাবো ভবঃ যদ্বা, সমঃ সন্ শান্তঃ সুখী ভব, অজ্ঞাত্বা হৃৎসমেবেতি ভাবঃ, যদ্বা, ভগবন্নিষ্ঠ-বুদ্ধির্ভবেত্যর্থঃ । পুত্রেষু পাণ্ডবেষু স্নেহেনৈব তাদৃশত্বসিদ্ধিঃ, ইত্যয়মুপদেশসারঃ । তত্র চ তব শক্তিরাস্ত্যেবেতি সন্মোদয়তি—প্রভো ইতি । ইয়ং স্নোক্তগ্রহণার্থ চাতুরী তদৈব রাজত্বসিদ্ধিঃ । অহমেব রাজো মুখ্যধর্মশ্চেত্যভিপ্রায়েণাহ—হে রাজনিতি ॥ জী• ২৫ ॥

২৫। শ্রীজীব বৈ• তো• টীকাবুবাদ : বীক্ষ্য—নিশ্চয়রূপে জেনে । আত্মনা—বুদ্ধিদ্বারা আত্মাত্মনং—মনকে । (আয়ম্য=নিয়ম্য) । শান্তঃ—লোভ থেকে নিবৃত্ত হয়ে সমঃ—নিজপুত্রে ও পাণ্ডবে তুল্য ভাব ধারণ কর, অথবা তুল্যভাব ধারণ করে শান্তঃভব—সুখী হও, অজ্ঞাত্বা হৃৎসমে হবে । একরূপ ভাব । অথবা, 'সমঃ' ভগবন্নিষ্ঠ-বুদ্ধি হও, পুত্রদের প্রতি যেমন স্নেহ, পাণ্ডবদের প্রতিও তেমনই স্নেহের দ্বারাই তাদৃশত্ব সিদ্ধিহেতু,—ইহাই এই উপদেশ সার । —আরও তথ্যই আপনার শক্তি নিহিত, এজ্ঞাই সম্বোধন করলেন—প্রভো ইতি—ইহা স্ব উক্তি গ্রহণ করবার জ্ঞাত্ব চাতুরী, তখনই রাজত্ব সিদ্ধি । ইহাই রাজার মুখ্য ধর্মতত্ত্ব,—এই অভিপ্রায়ে সম্বোধন করলেন,—হে রাজন্ ইতি ॥ জী• ২৫ ॥

## ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

যথা বদতি কল্যাণীং বাচং দানপতে ভবান্ ।

তথানয়া ন তৃপ্যামি মর্ত্যঃ প্রাপ্য যথামৃতম্ ॥ ২৬ ॥

২৬। অন্নয় : ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

হে দানপতে ! [ অক্রুরঃ ] মর্ত্যঃ ( মনুষ্যঃ ) অমৃতং প্রাপ্য যথা ন তৃপতি তথা ভবান্ যথা কল্যাণীং ( কল্যাণবহাং ) বাচং বদতি, অনয়া [ বাচা ] ন তৃপ্যামি ।

২৬। মূলানুবাদ : ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

হে দানপতে অক্রুর ! মানুষ অমৃত পান করে যেমন তৃপ্ত হয় না, সেইরূপ আপনি যেরূপ কল্যানাবহ বাক্য বললেন তাতে আমি পরিতৃপ্ত হচ্ছি না ।

২৫। শ্রীবিষ্মব্রাহ্ম টীকা : অস্থিরহাং স্বপ্নাদিতুলাং আযম্য নিষম্য ॥ বি০ ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিষ্মব্রাহ্ম টীকানুবাদ : [ ইমং এই সংসার ] অস্থিরহাং—অস্থির হওয়া হেতু আত্মাকে আযম্য—নিয়মিত করে ॥ বি০ ২৫ ॥

২৬। শ্রীজীব বৈব. তো. টীকা : কদাপি সমো ন ভবিতাস্মীতাস্তর্মনসি দ্রুচয়িত্বা শাঠ্যেন তদোষপরিহারার্থং 'প্রভো' ইত্যস্য প্রত্যুত্তরতয়া নিজস্বাতন্ত্র্যং নিষেকুং, তত্র শ্রীকৃষ্ণশ্চৈব চ দোষং বক্তুং প্রাক্ তৎসন্তোষার্থং তদুত্তমভিনন্দতি—যথেন্টি, যথা যদভিপ্রায়েণ, তথা তদভিপ্রায়েণৈব, ন তদভিপ্রায়াস্তরং বুদ্ধেত্যর্থঃ । দানপতে ইতি সছপদেশদানাভিপ্রায়েণ ॥ জী০ ২৬ ॥

২৬। শ্রীজীব বৈব. তো. টীকানুবাদ : নিজপুত্রে ও অগ্নিপুত্রে কদাপি সাম্য হতে পারে না, অন্তর্মনে ইহাই দৃঢ়রূপে ধারণ করত সেই দোষ শাঠ্যের দ্বারা পরিহার করার জন্ত পূর্বশ্লোকে অক্রুরের 'প্রভু' সম্বোধনের প্রত্যুত্তর রূপে নিজ স্বাতন্ত্র্য নিষেধ করার জন্ত, আরও তথায় শ্রীকৃষ্ণেরই দোষ বলবার জন্ত প্রথমে তার সন্তোষের জন্ত সেই উক্তিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন—যথা ইতি ।

যথা ইতি যে আশয়ে ( বলা হয়েছে ) । তথা—সেই আশয়েই ( ঐ বথায় তৃপ্তি হচ্ছে না ), । ঐ কথার আশয় অগ্ন, এরূপ বুঝে কিন্তু নয় । দানপতে—এই সম্বোধন সছপদেশ দান অভিপ্রায়েই । ॥ জী০ ২৬ ॥

২৬। শ্রীবিষ্মব্রাহ্ম টীকা : অভিজ্ঞস্মাতোইয়মক্রুরো মামপি তত্ত্বমুপদেষ্টুং প্রগল্ভতে, কিমহমিদং ন জানামীতাস্তর্মদপূর্বোইপি মহাগাভীর্ধ্যং প্রকাশয়ন্ বহির্মহাসাধুরিত্বাহ,—যথেন্টি । দানপতে ইতি মথুরায়ামন্নদানেন যথা বুদ্ধকুংস্তপস্যসি তথৈবাত্র হস্তিনাপুরে অনভিজ্ঞং য়াং জ্ঞানদানেন তপস্য-সীতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥



তথাপি সুনৃত্য সৌম্য হৃদি ন স্থীয়তে চলে ।

পুত্রানুরাগবিষমে বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা ॥ ২৭ ॥

২৭। অন্নয় : [ হে ] সৌম্য । তথা অপি ( ভবদ্-বচনঃ হিতপ্রদেহপি ) সৌদামিনী বিদ্যুৎ যথা ( 'সুদামা'—মেঘঃ তত্রাত্যা সৌদামিনী যথা মেঘে, সান্তিরান সাং ইত্যর্থঃ ) তথা [ ভবতঃ বাক্ সুনৃত্য (মথুরা হিতা চ ) অপি পুত্রানুরাগবিষমে ( পুত্রানুরাগেণ বিষমে ) চলে ( চঞ্চলে ) হৃদি ন স্থীয়তে ( স্থিরা ন ভবতি ) ।

২৭। মূলানুবাদ : হে শান্তপ্রকৃতি অক্রুর ! যথা মেঘে বিদ্যুৎ স্থিরভাবে থাকে না সেইরূপ আপনার মধুর হিতকর বাক্যও পুত্রস্নেহে বিষম চঞ্চল আমার হৃদয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে না ।

২৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদ : অভিজ্ঞম্ননা এই অক্রুর আমাকেও তত্ত্ব উপদেশ দেওয়ার জন্য দাস্তিকের মতো কথা বলছে, আমি কি এসব তত্ত্বকথা জানিনা, ভিতরে এইরূপ গর্বপূর্ণ হলেও ধৃতরাষ্ট্র মহা গান্ধীয' প্রকাশ করে বাইরে মহাসাধু যেন, সেইভাবে কথা বলছেন- যথা ইতি । দাবণ্ডে—মথুরায় অন্নদানের দ্বারা যথা ক্ষুধাকাতর জনদের তৃপ্তিদান করে থাকেন, সেইরূপ এই হস্তিনাপুরে অনভিজ্ঞ আমাকে জ্ঞানদানে তৃপ্ত করছেন, একরূপ ভাব ॥ বিং ২৬ ॥

২৭। শ্রীজীব বৈং তোং টীকা : ন স্থীয়তে, স্থিরা ন ভবতীত্যর্থঃ । কুতঃ ? চলে চঞ্চলে, যতঃ পুত্রোতি । সুদামা মেঘঃ—'সুদামা ভূধরে মেঘে' ইতি বিশ্বঃ । তত্রাত্যা সৌদামিনী যথা মেঘে সা স্থিরা ন স্রাদিত্যর্থঃ । সৌম্য হে শান্তপ্রকৃতে, নিজসৌশীল্যেন হৃদ্য ময়ি ক্রোধো ন কার্য ইতি ভাষোহপি সৰপট এব ॥ জীং ২৭ ॥

২৭। শ্রীজীব বৈং তোং টীকাবুদ : ন স্থীয়তে—স্থির হয় না । কুত ? কেন ? আমার হৃদয়ে চলে—চঞ্চল বলে । যেহেতু পুত্রানুরাগ বিষম অর্থাৎ দারুণ । সুদামা—মেঘ । তথাকার সৌদামিনী অর্থাৎ বিদ্যুৎ যথা—যথা মেঘে বিদ্যুৎ স্থির হয় না । সৌম্য—হে শান্ত প্রকৃতি অক্রুর মহাশয়, নিজ বিনয় হেতু আমার প্রতি আপনার ক্রোধ করা উচিত হয় না ॥ জীং ২৭ ॥

২৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : সুনৃত্য প্রিয়বাক্, ন স্থীয়তে ন তিষ্ঠতি । সুদামা মেঘঃ । 'সুদামা ভূধরে মেঘে' ইতি বিশ্বঃ । তত্র ভবা সৌদামিনী, চপলো মেঘে চপলা বিদ্যুদ্বিবেত্যর্থঃ ॥ বিং ২৭ ॥

২৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদ : সুনৃত্য—প্রিয় বাক্য হৃদি ন স্থীয়তে—স্থির হয়ে দাঁড়ায় না, বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা—মেঘ 'সুদামা'—মেঘ [ সুদামা ভূধরে মেঘে ইতি বিশ্বঃ ] সেই মেঘে জাত সৌদামিনী, অর্থাৎ চঞ্চল মেঘে চঞ্চল বিদ্যুতের মতো ॥ বিং ২৭ ॥

ঈশ্বরস্য বিধিং কো নু বিধুনোত্যন্থা পুমান্ ।

ভূমেভারাবতারায় যোহবতীর্ণো যদোঃ কুলে ॥ ২৮ ॥

২৮। অন্নয় : যঃ ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারাবতারায় (ভারস্ত হরণায়) যদোঃ কুলে অবতীর্ণঃ [তস্ত] ঈশ্বরস্ত (শ্রীকৃষ্ণস্ত) বিধিং কঃ নু পুমান্, (কো নাম পুরুষঃ) অন্তথা বিধুনোতি (অন্তথা কৰ্ত্ত্বম্ ন কোইপি শক্লোতীত্যর্থঃ) ।

২৮। মূলানুবাদ : হে অক্রুর! যিনি পৃথিবীর ভার হরণের জন্য যত্নকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিধান কোন ব্যক্তি অন্যথা করতে পারে ?

১৮। শ্রীজীব বৈ. ত্তো. টীকা : বিধিং বিধানৈচ্ছাং, সা চ মায়াযোতি মত্যা তৈত্তত্থা ব্যাখ্যাতম্ । বিধুনোতি অতিক্রমিতুং শক্লুয়াদিত্যর্থঃ, অন্তথা মিথ্যান্তপ্রকারিকাং বা কৃত্বৈত্যর্থঃ । স চ সম্প্রতি বিধানবিশেষেচ্ছয়াত্ৰৈব ভূমাববতীর্ণ ইতি সোৎপ্রোঙ্গং তন্মতমনুবদম্মাচ—ভূমেরিতি । ততো ভবন্তিরেব তত্র প্রযতিতব্যমিতি ভাবঃ ॥ জী০ ২৮ ॥

২৮। শ্রীজীব বৈ. ত্তো. টীকানুবাদ : বিধিং—বিধান—ইচ্ছা, আর তা মায়াযা, এরূপ মনে করত শ্রীধরের দ্বারা সেইরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। কো নু বিধুনোতি—কেই বা অতিক্রম করতে সামর্থ্য হয়, অন্যথা—বা মিথ্যা অন্য প্রকারিকা করত। সেই ঈশ্বর সম্প্রতি বিধানবিশেষ ইচ্ছায় এই পৃথিবীতেই অবতীর্ণ, বিষ্ণুহাসোর সহিত সেইমত পশ্চাৎউত্তিরূপে বললেন, ভূমেরিতি। যিনি ভূভার হরণের জন্য যত্নকুলে অবতীর্ণ। অতএব তোমাদেরও সে বিষয়ে প্রযত্নশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়—এরূপ ভাব ॥ জী০ ২৮ ॥

২৮। শ্রীবিষ্ণুপাথ টীকা : বিধিং বিধানং অগ্রথেতি প্রকারান্তরেণাপি কো নু বিধুনোতি ন কোইপীত্যর্থঃ । অত্র প্রমাণং ত্বমেব । এতাবতাপি শিক্ষণেন মাং বিবেকং গ্রাহয়িতুং নৈবাসক ইতি ভাবঃ । স চেশ্বরঃ সম্প্রতি যুদ্ধদৃগৃহে বর্ততে ইত্যাহ,—ভূমেরিতি । তেন তত্র গত্বা স এব নিবেদ্যতাং বস্মন বিধেয়ং স নৈবং প্রেরয়েদিতি ভাবঃ ॥ বি০ ২৮ ॥

২৮। শ্রীবিষ্ণুপাথ টীকানুবাদ : বিধিং—বিধানম্ অন্যথা ইতি—প্রকারান্তরেও কো নু বিধুনোতি—কে খণ্ডন করতে পারে? কেউ পারে না। এ বিষয়ে প্রমাণ তুমিই, এতখানি শিক্ষা দিয়েও আমাকে ধর্মধর্মের বোধ গ্রহণ করাতে পারলে না, এরূপ ভাব। সেই ঈশ্বর সম্প্রতি তোমাদের গৃহে বর্তমান, এই আশয়ে বলা হচ্ছে ‘ভূমেরিতি’। হুতরাং সেখানে গিয়ে তা নিবেদন কর, যা আমার বিধিলিপি, তা যেন এপ্রকারে প্রেরণ না করেন, এরূপ ভাব ॥ বি০ ২৮ ॥



যো দুর্বিমর্শপথয়া নিজমায়য়েদং  
সৃষ্টা গুণান্ বিভজতে তদনুপ্রবিষ্টঃ ।  
তস্মৈ নমো দুরববোধবিহার-তন্ত্র-

সংসারচক্রগতয়ে পরমেশ্বরায় ॥ ২৯ ॥

২৯। অন্নয়ন : যঃ [ পুরুষোত্তমঃ ] দুর্বিমর্শপথয়া ( অবিতর্ক মার্গয়া ) নিজ মায়য়া ইদং [ বিশ্বং ] সৃষ্টা তৎ অনুপ্রবিষ্টঃ ( অন্তর্যামিহেন তত্র স্থিতঃ সন্ ) গুণান্ ( কর্ম্মাণি তৎ ফলানি চ ) বিভজতে ( বিবিচ্য দদাতি ) দুরবোধবিহার তন্ত্র-সংসারচক্রগতয়ে ( দুরবোধঃ যঃ বিহার তন্ত্র ক্রীড়া স এব তন্ত্রং [ প্রধানং মুখ্য কারণম্ ] যস্য সংসারচক্রগতয়ে সংসারচক্রস্য অতএব তস্যগতি যস্যাং তস্মৈ ) পরমেশ্বরায় নমঃ ( অন্ত ইতি শেষ ) ।

২৯। মূল্যাবুবাদ : যিনি অচিন্ত্য-মার্গানুযায়িনী নিজমায়ায় এই বিশ্ব বিরচিত করত তার মধ্যে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত হয়ে কর্মও তৎফল সকলের যথাযথ ব্যবস্থা বরছেন এবং যাঁর দুঃস্বপ্ন ক্রীড়াই এই সংসার চক্রের আবর্তনের মুখ্য কারণ, সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করছি ।

২৯। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : অস্মাভিস্তু বহিরঙ্গৈঃ, পরমমস্তস্ত্রোহসৌ তদর্থঃ দূরতো নমস্কার্য এবত্যাহ—য ইতি । তৈর্য্যাখ্যাতম্ । তত্রাবতারিকায়াম্ নিজবৈষম্যহানেচ্ছাহেতো রবেতি শেষঃ । অবিতর্কমার্গয়েতি জ্ঞানাতীতপ্রবৃত্তিক্রমাৎ পরিহর্তুমশক্যেত্যর্থঃ । ন চোচ্চ নীচ সুখ দুঃখ-বিসর্গে তন্ত্র চ বৈষম্যমিত্যাহ—কর্ম্মাণীতি, কর্ম্মাণি পূর্বকর্ম্মানুসারেণ বিধিনিষেধলক্ষণানি, শাস্ত্রমুখন ব্যবস্থাপয়তি ফলানি সুখদুঃখানি চোৎপাদয়তীত্যর্থঃ । ন চৈব তস্মৈশ্বর্য্যং কর্ম্মাধীনমিত্যাহ—দুরবোধেতি । অনাদিত্বাদনন্তানি জীবানাং নানাকর্ম্মাণি তদ্বিহারেচ্ছানুসারেণৈবোদয়ন্ত ইতি ভাবঃ ; অতঃ পরমেশ্বরায় বশীকৃতসর্ব্বভেদে তন্মায়ৈ ইতি ॥ জী. ২৯ ॥

২৯। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুবাদ : কৃষ্ণ হলেন পরম স্বতন্ত্র তন্নির্মিত বহিঃঙ্গ আমাদের দ্বারা দূর থেকে তাঁকে প্রণাম করা উচিত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে য ইতি । এই শ্লোক শ্রীসনাতনের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে—[ যথা—আচ্ছা, একরূপ স্বাতন্ত্র্য ভাবেরদ্বারা বিধিনিষেধ বাক্য সকল ষার্থতার পর্যবসিত হয় এবং অতঃপর পুণ্যপাপ সিদ্ধি না হওয়া হেতু সেই সেই ফলভোগ ঘটে না—ইহা সত্যই, তথাপি সেই কৃষ্ণের পরমেশ্বরতা হেতু দুঃস্বপ্নলীলত্বের দ্বারা সেই সেই সবকিছু সম্ভব হয়েই থাকে, এই আশয়ে তার পরমেশ্বর-ভাব বর্ণন করত প্রণাম করছেন—য ইতি । ]

শ্রীসনাতনের উপযুক্ত অবতারিক য় শ্রীকৃষ্ণের বৈষম্যভাব ত্যাগেচ্ছা হেতু হওয়ার এই অর্থই সার । দুর্বিমর্শপথয়া—অবিতর্কমার্গ জ্ঞানাতীত-প্রবৃত্তিকতা হেতু পরিহার করতে অশক্য ( মায়া-দ্বারা ) । আরও উচ্চ-নীচ-সুখ-দুঃখ সৃষ্টিতে সেই পরমেশ্বরের বৈষম্য নেই—এই আশয়ে শ্রীধর

শ্রীশুক উবাচ ।

ইত্যভিপ্রৈত্য নৃপতেরতিপ্রায়ং স যাদবঃ ।

সুহৃদ্বিঃ সমনুজাতঃ পুনর্যতুপুরীমগাং ॥ ৩০ ॥

৩০। অন্নয় : শ্রীশুক উবাচ । সঃ যাদবঃ ( অক্রুরঃ ) নৃপতেঃ ( ধৃতরাষ্ট্রস্য ) ইতি অভিপ্রায়ঃ অভিপ্রৈত্য ( জ্ঞাপ্য ) সুহৃদ্বিঃ ( পাণ্ডবাদিভিঃ ) সমনুজাত ( সম্যক অনুজাত ) পুনঃ যতু-পুরীং ( মথুরাং ) অগাং ।

৩০। শুল্লাবুবাদ : শ্রীশুকদেব বললেন—অক্রুর ধৃতরাষ্ট্রের বৈষম্য অপরিত্যাগ-লক্ষণ অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে সুহৃদগণের অনুমতি অনুসারে পুনরায় যতুপুরীতে গমন করলেন ।

বলেছেন ‘কর্মানি’ পূর্বকর্মানুসারে বিধি-নিষেধ লক্ষণসমূহ শাস্ত্রমুখে ব্যবস্থাপনা করেন এবং সুখ-দুঃখ ফল সকল উৎপাদন করেন । তার একপ ঐশ্বর্য কর্মাধীনও নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, দুঃখবোধ—দুঃখোৎপাদনা, অনাদি হওয়া হেতু অনন্ত জীরসমূহের নানাকর্মসমূহ তার বিহার ইচ্ছানুসারেই উদয় হয়ে থাকে, একপ ভাব । —অতএব পরমেশ্বরকে প্রণাম—সর্বজগৎ তার দ্বারা বশীকৃত বলে উক্ত শ্রীশুককে প্রণাম ॥ জী০ ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : অতন্তমেব নমস্ততি,—য ইতি । দুর্বিমর্শপথয়া দুর্বিতর্ক্য-মার্গয়া গুণান্ বিভজতে শাস্ত্র ঘোর-মূঢ়-রূপত্বেন বিভক্তান্ কৰোতি । দুঃখবোধঃ দুর্গমম্ । বিহারতন্ত্রঃ লীলাসিদ্ধান্তো যন্ত, সংসারচক্রাদস্তং গতিরুদ্ধাং যন্তাং সচ সচ তস্মৈ । ধৃতরাষ্ট্রং প্রবোধয়েতি । ত্বাং মৎপ্রবোধার্থং প্রেরয়তি মা প্রবোধয়েত্যবোধার্থং মাঞ্চ প্রেরয়তীত্যেবং বিষমা তন্তু লীলা অতোইস্তাঃ সিদ্ধান্তং কো জানিষাদিতি ভাবঃ । নচ তন্তু সংসারচক্রে পতিত এবৈতাপি বাচ্যং যমাপি তস্মাদেব গতির্ভাবিনীতি ভাবঃ ॥ বি০ ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাবুবাদ : অতঃপর সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করা হচ্ছে, য ইতি । দুর্বিমর্শ-পথয়া—দুর্বিতর্ক পথে গুণান্—কর্মসমূহ ও তার ফলকে বিভজতে—শাস্ত্র-ঘোর-মূঢ় রূপে বিভক্ত করে থাকেন । দুঃখবোধঃ—দুর্গম বিহার-তন্ত্রঃ—লীলাসিদ্ধান্ত যার । সংসারচক্রগতয়ে এই সংসারচক্রে থেকে ‘গতি’ উদ্ধার যার কৃপায় সেই ( পরমেশ্বরকে প্রণাম ) । ‘ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝিয়ে শ্রুজিয়ে আস’ এইরূপে অক্রুরকে মদীয় প্রবোধের জন্য পাঠান হল । —আবার অপ্রবোধ দিও না, বুদ্ধিবিশ্রম যেন ঘটে যায় এরজন্যও পাঠিয়েছেন—এরপই পরমেশ্বরের বিষমা লীলা । কাজেই তাঁর সিদ্ধান্তকে বুঝে উঠতে পারে, একপ ভাব [ বলদেব—মদীয় প্রবোধের জন্য তাকে



শশংস রাম-কৃষ্ণাভ্যাং ধৃতরাষ্ট্র-বিচেষ্টিতম্ ।

পাণ্ডবান্ প্রতি কৌরব্য যদর্থং প্রেষিতঃ স্বয়ম্ ॥ ৩১ ॥

৩১। অর্থঃ : [ হে ] কৌরব্য ( পরীক্ষিং ) যদর্থং স্বয়ং [ অক্রুর ] প্রেষিতঃ [ সঃ ]  
পাণ্ডবান্ প্রতি ধৃতরাষ্ট্র-বিচেষ্টিতং রামকৃষ্ণাভ্যাং শশংস ( জ্ঞাপয়ামাস ) ।

৩১। স্ত্রীমানুবাদ : হে পরীক্ষিং ! অক্রুর যে বৃত্তান্ত জানবার জন্য হস্তিনাপুরে প্রেরিত  
হয়েছিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের সেই বিষয় চেষ্টা রামকৃষ্ণের নিকট জ্ঞাপন করলেন তিনি ।

( অক্রুরকে ) পাঠিয়ে আমার বুদ্ধিকে অবোধে নিমজ্জিত করে দিলেন, একপই তাঁর বিষয় ক্রীড়া ।  
তার সিদ্ধান্ত কে বুঝতে পারবে, একপ ভাব । ] আপনি তো সংসারচক্রে পতিতই, এও বলতে  
পার না পরমেশ্বর সংসারচক্রে গতি হওয়া হেতু আমরাও গতি ভবিতব্য, একপ ভাব ॥ বি. ২৯ ॥

৩০। শ্রীজীব বৈ. ৩০। টীকা : ইতীদৃশং বৈষম্যাপরিত্যাগলক্ষণং নৃপতেরিতি সম্মতেন  
শ্রীযুষ্টিধিরাজশ্চৈব স্বরাজত্বহানি-শঙ্কয়েতি ভাবঃ । সুহৃদ্ভিঃ পাণ্ডবাদিভিঃ ॥ জী. ৩০ ॥

৩০। শ্রীজীব বৈ. ৩০। টীকাবৃত্তান্ত : ইতি—এইরূপ বৈষম্য-অপরিত্যাগ লক্ষণ ( অভিপ্রায়  
জেনে ) নৃপতেঃ—সমস্বভাব থাকলে শ্রীযুষ্টিধিরাজ হলে ধৃতরাষ্ট্রের রাজত্বের উপর আধিপত্য  
অবিনষ্ট থেকেই যাবে । এই আশঙ্কায় ‘নৃপতেঃ’ শব্দের প্রয়োগ । সুহৃদ্ভিঃ—পাণ্ডবাদি সুহৃদগণের  
দ্বারা ( অনুজ্ঞাত ) ॥ জী. ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : অভিপ্রায়ং বৈষম্যাপরিত্যাগরূপমভিপ্রেত্যা জ্ঞাতা ॥ বি. ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাবৃত্তান্ত : অভিপ্রায়ং—বৈষম্য অপরিত্যাগরূপ অভিপ্রায় । অভিপ্রোক্ত  
—জেনে ॥ বি. ৩০ ॥

৩১। শ্রীজীব বৈ. ৩১। টীকা : পাণ্ডবান্ প্রতি বিচেষ্টিতমিতি অন্তঃকৌরব্য-বহির্মাদ্ভ্যাভ্যাং  
বিবিধং চেষ্টিতং, যদর্থং যদিচেষ্টিতজ্ঞানার্থম্ ; প্রেষিতঃ তাভ্যামেব । হে কৌরব্যোতি—সংপূর্বতানং  
কুরুগাং ক্ষরকারণং তদেব, তচ্চ তথা জ্ঞায়ত এবিতি ভাবঃ ॥ জী. ৩১ ॥

৩১। শ্রীজীব বৈ. ৩১। টীকাবৃত্তান্ত : পাণ্ডবান্ প্রতি বিচেষ্টিতম্—অন্তরে ত্রুতা  
বাইরে কোমলতার ভাবে বিবিধ আচরণ । যদর্থং—যে আচরণ জানবার জন্য প্রেরিত, তা  
রামকৃষ্ণকে জানালেন । হে কৌরব্য ইতি—হে পরীক্ষিং তোমার পূর্বপুরুষ কুরুদের স্বয়ং কারণ  
উহাই—এ তো তোমার জানাই আছে ॥ জী. ৩১ ॥

শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছ দীনমণিকৃত  
দশমে একোনপঞ্চাশোধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥